প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার। 'সুস্থ জাতি উন্নত দেশ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনগণের মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এদেশের মানুষের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সেক্টরে নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। বিগত ২০০৩-১১ সালে HNPSP শীর্ষক সেক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম Health Population Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) নামে পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে Multisectoral Approach এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী ভূমিকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'সাউথ সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সফলতার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ আ.ফ ম. রুহুল হক কে বাংলাদেশের পক্ষে GAVI Award প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ১১টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২-২০১৪ সাল মেয়াদে GAVI Board এর সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মপরিধি নিম্নরূপ-

কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধিঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ

২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা

৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ

৪. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ

৫. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত

৭. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরি প্রাপ্ত , যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।

৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগের নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বীমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

৯. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

১০. মাদক নিয়ন্ত্রণ

১১. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১২. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১৩. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৪. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৫. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৬. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৭. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৮. হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ
১৯. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ
২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পুনর্বাসন
২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র
ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারী
খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারী এবং
গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন
২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts
২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ০৮ (আট) টি সংস্থা, যেমনঃ

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
৪. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
৫. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬. সেবা পরিদপ্তর
৭. ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)
৮. যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

-এর কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব, মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

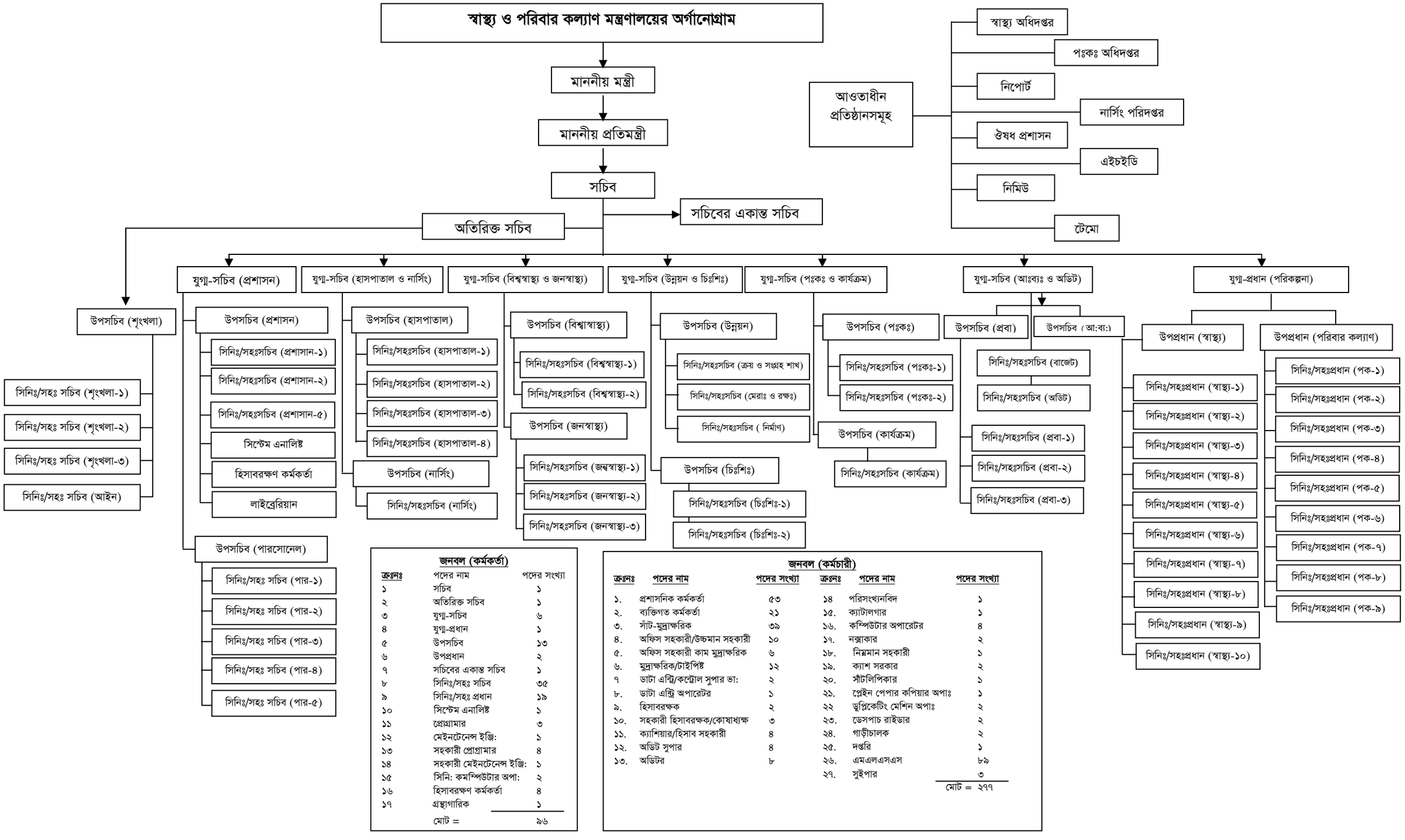

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্ম-সচিব	৬
৪	যুগ্ম-প্রধান	১
৫	উপসচিব	১৩
৬	উপপ্রধান	২
৭	সচিবের একান্ত সচিব	১
৮	সিনিঃ/সহঃ সচিব	৩৫
৯	সিনিঃ/সহঃ প্রধান	১৯
১০	সিস্টেম এনালিষ্ট	১
১১	প্রোগ্রামার	৩
১২	মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	৪
১৪	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৫	সিনি: কমম্পিউটার অপা:	২
১৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৪
১৭	গ্রন্থাগারিক	১
	মোট =	৯৬

জনবল (কর্মচারী)

ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা	ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৩	১৪	পরিসংখ্যনবিদ	১
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১	১৫.	ক্যাটালগার	১
৩.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৩৯	১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	৪
৪.	অফিস সহকারী/উচ্চমান সহকারী	১০	১৭.	নক্সাকার	২
৫.	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	৬	১৮.	নিম্নমান সহকারী	১
৬.	মুদ্রাক্ষরিক/টাইপিষ্ট	১২	১৯.	ক্যাশ সরকার	২
৭	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপার ভা:	২	২০.	সাঁটলিপিকার	১
৮.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	২১.	প্লেইন পেপার কপিয়ার অপাঃ	১
৯.	হিসাবরক্ষক	২	২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	২
১০.	সহকারী হিসাবরক্ষক/কোষাধ্যক্ষ	৩	২৩.	ভেসপাচ রাইডার	২
১১.	ক্যাশিয়ার/হিসাব সহকারী	৪	২৪.	গাড়ীচালক	২
১২.	অডিট সুপার	৪	২৫.	দপ্তরি	১
১৩.	অডিটর	৮	২৬.	এমএলএসএস	৮৯
			২৭.	সুইপার	৩
				মোট =	২৭৭

খ. জনবলঃ

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হল ৩৭৩ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী ৯৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৭৪ জন, তৃতীয় শ্রেণী ১১০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী ৯৩ জন।

গ. অনুবিভাগ ভিত্তিক কর্মবণ্টনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের কর্মবণ্টন নিম্নরূপঃ

শৃঙ্খলা অনুবিভাগঃ

- মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক যাবতীয় বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী বাছাই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন ;
- প্রকিউরমেন্ট রিভিউ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- এইচপিএনএসডিপি এর সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন ;
- এইচআইভি/এইডস/এসটিডি/আর্সেনিক/সার্স ইত্যাদি কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃখাত সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠান ও সমন্বয় সাধন ;
- মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের কার্যক্রম;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশাসন অনুবিভাগঃ

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;

- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- মন্ত্রণালয়ের অফিস স্থান বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলী ;
- মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- TEMO এবং NEMEW এর প্রশাসন ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), নিয়ম-কানুনসহ (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগঃ

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং সার্ভিসের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- নার্সিং শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কোর্সের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নার্সিং সার্ভিসের মানোন্নয়নে নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর রেগুলেশন হালনাগাদকরণসহ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- নার্সিং সার্ভিসে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে নীতি নির্ধারণ, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সারাদেশে এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থপুষ্ট পূর্ত প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে চাহিদা অনুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ্ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসনসংখ্যা নির্ধারণ;
- বেসরকারি চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরি গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান;

- বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত তালিকাভুক্তির কার্যক্রম সমন্বয়;
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা গঠন ও কার্যাবলী তদারকি;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিসহ অন্যান্য বিকল্প ও দেশজ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নবায়ন, আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভেষজ চিকিৎসাসহ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- মন্ত্রণালয়ের কার্য সম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

- ঔষধ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানির পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলী এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিংকর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ-

  ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ

ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;

- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধির সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;

- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জনউর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলীসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলী ;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী; মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলী এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তী পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিব মহোদয়কে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিকল্পনা অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা (PIP) দলিল প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দীর্ঘ মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের স্টিয়ারিং কমিটি সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- Mid Term Budgetary Framework/Road Map.
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

- বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় বিষয়ক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে এইচএনপি সেক্টরের রিফর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বিশেষ প্রকল্প/উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
- NEC এর ECNEC সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় (প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয়, SPEC সভা) যোগদান ও মতামত প্রদান;
- সেক্টর ওয়াইড ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের লাইন ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএ'র সঙ্গে সম্পাদিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট (ডিসিএ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে HPNSDP'র Annual Programme Review (APR) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- Program Management and Monitoring Unit (PMMU) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলী ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মত ও যথাসময়ে নিষ্পন্ন নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১০-১১ ও ২০১১-১২

অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থ বছরঃ ২০১০-১১	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(ক) অনুন্নয়ন বাজেট	৪,৯০,১১,৩৬১	৪,৭৫,৩৪,১২৭
(খ) উন্নয়ন বাজেট	২,৭৩,৫৫,২০০	২,৫৫,০৫,২৯২
অর্থ বছরঃ ২০১১-১২	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(ক) অনুন্নয়ন বাজেট	৫,১৩,৩৪,৩০০	৪,০০,৬১,২৮৮
(খ) উন্নয়ন বাজেট	৩,০৩,৫৫,৫০০	২,৭৩,১৯,৯৫০

(ক) উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (অনুন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	**২০১০-১১**		**২০১১-১২**	
	বরাদ্দ	**ব্যয়**	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(১) নির্মাণ (৭০০০)	৪,৫০,০০০	৮০,২৬৩	৪,২৫৭	৫,৩৫৬
(২) রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত (৪৯০০)	২২,৫৪,৭৪৯	১৯,৭৮,৭১৭	২০,৪০,৬৯০	১৪,১১,৫৮৮
(৩) যন্ত্রপাতি (৬৮০০)	১৪,৬৮,৩৩৪	১৪,৬৬,৬৬৮	১৪,০২,৫৫০	১৯,০৩,৮৬৬
(৪) বেতন ভাতাদি				
(ক) অফিসারের বেতন (৪৫০০)	৩৫,৩৬,২৫০	৪১,৩৬,৩১০	৪৩,৪৮,৮০২	৪২,৩৩,৭২৭
(খ) কর্মচারী (৪৬০১)	১,২৮,৮৫,০৭৩	১,২৬,১৬,৩৫৩	১,৩৩,১২,৩০৭	১,২৮,২১,২৩৮
(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	১,২১,৮১,১৩০	১,১৭,৯৩,১১১	১,২৭,৭৮,০৩০	১,২৩,৬৩,২৩৯
মোট বেতন ও ভাতাদি	২,৮৬,০২,৪৫৩	২,৮৫,৪৫,৭৭৪	৩,০৪,৩৯,১৩৯	২,৯৪,১৮,২০৪
অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়- ৪৮০০	৯২,৪৫,৮৫৯	৭৭,২৫,৫১৫	১,০২,০২,৪৬৯	৮৮,৫৫,৯৬৩

(খ) উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (উন্নয়ন) (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	**২০১০-১১**		**২০১১-১২**	
	বরাদ্দ	**ব্যয়**	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(১) নির্মাণ (৭০০০)	৩৯,৩৫,২০৯	২২,০৬,৯০৫	৪১,৬৪,২৪২	২৩,৬৫,৫৯৪
(২) রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত (৪৯০০)	২,২০,৫৫৪	১,৩৮,৪৬৪	২,৩৩,৩৯১	১,৪৬,৫১৬
(৩) যন্ত্রপাতি (৬৮০০)	৪৭,৫৬,১৪৫		৫০,৩২,৯৫৮	৩৭,১৫,০২৩
(৪) বেতন ভাতাদি				
(ক) অফিসারের বেতন (৪৫০০)	৬২,৩৩৩	৫০,৯০৭	৬৫,৯৬১	৫৩,৮৬৯
(খ) কর্মচারী (৪৬০০)	৬,৬২,২৯০	৫,৭২,৩৫১	৭,০০,৮৩৬	৬,০৫,৬৬৫
(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	৬,৫৫,১৭৯	৩,২৮,৪৮৭	৬,৯৩,৩১২	৪,৫৩,৪০৪
মোট বেতন ও ভাতাদি	১৩,৭৯,৮৪২	৯,৫১,৭৪৫	১৪,৬০,১০৯	১১,১২,৯৩৮
অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়- ৪৮০০	১,৭২,৩১,৬৯৬	১,০৯,৫৪,১৮৯	১,৮২,৩৪,৬০০	১,১৫,৯২,৩১৭

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অনুবিভাগ ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের গত ২ (দুই) অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নরূপঃ

১. শৃঙ্খলা অনুবিভাগঃ

- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, এইচইডি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, নিমিউ, টেমো, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সেবা পরিদপ্তর-এ কর্মরত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত এবং ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম ;
- ❖ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যাবলী ;
- ❖ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, টাইমস্কেল প্রদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর নিমিত্ত শৃংখলামূলক মামলার ছাড়পত্র প্রদান ;
- ❖ বিবিধ তদন্ত অনুষ্ঠান ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে শেষ করার জন্য এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) পুরাতন বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে পিএসসির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে পিএসসির মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাছাড়া সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনামতে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করায় বহুপুরনো অনেক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে।

(২) চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আকস্মিক পরিদর্শনের ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিগত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ বছরে শৃংখলা অনুবিভাগ হতে গৃহীত কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

সাল	শাখার নাম	পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলা			মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
					চাকুরিচ্যুতি	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	
২০১০-২০১১	শৃংখলা-১	২৫৬	১৫৫	৪১১	৮৯	৩২	৭০	১৯১
	শৃংখলা-২	৬৪	১৪	৭৮	২৬	০৮	০৮	৪২
মোট		**৩২০**	**১৬৯**	**৪৮৯**	**১১৫**	**৪০**	**৭৮**	**২৩৩**
২০১১-২০১২	শৃংখলা-১	২২৮	১৪৬	৩৭৪	৫৬	৫৭	৬৪	১৭৭
	শৃংখলা-২	২৪	০২	২৬	০৯	০৯	০২	২০
মোট		**২৫২**	**১৪৮**	**৪০০**	**৬৫**	**৬৬**	**৬৬**	**১৯৭**

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

১. অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;

২. বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি এবং দ্রুত বিভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রদান;

৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

আইন অধিশাখার কার্যাবলী

* সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপীল বিভাগের রিট পিটিশন, লীভ-টু আপীল, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়াদির কার্যক্রম;
* প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর , ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিপোর্ট; ফার্মেসি কাউন্সিল, সেবা পরিদপ্তর, ইত্যাদির মামলা ও আইন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* শাখা, দপ্তর, সংস্থার প্রয়োজনে আইনানুগ মতামত প্রদান;
* উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিভিন্ন তদন্ত এবং অন্যান্য কার্যাবলী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চলমান মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরুপঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রিট পিটিশনের সংখ্যা			কনটেম্পট পিটিশনের সংখ্যা	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/ আপীল ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা	দেওয়ানি মামলার সংখ্যা
		পুঞ্জীভূত	২০১১-২০১২ সালে দায়ের কৃত	মোট			
১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭৩১	৬৫	৭৯৬	০৩টি	১৭৬+২৮= ২০৪টি	১২৬টি
২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২২	১৮	৪০টি	০১টি	৩২টি	-
৩	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	০৭টি	০২	০৯টি	০০	০০	-
৪	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৫	০৪	০৯টি	০০	০০	-
৫	সেবা পরিদপ্তর	০৪	০০	০৪টি	০০	০২টি	-
৬	নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা	০২	০০	০২টি	০০	০০	-
৭	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	০১	০১	০২টি	০০	০০	-
৮	ঢাকা শিশু হাসপাতাল	১০	০৬	১৬টি	০০	০০	-
৯	ফার্মেসি কাউন্সিল	০৫	০১	০৬টি	০০	০০	-
১০	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	০২	০৩	০৫টি	০০	০০	-
১১	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	০২	০০	০২ টি	০০	০০	-
১২	নিমিউ	০২	০০	০২টি	০০	০০	-
১৩	বিএসএমএম ইউ	৭৩	০৬	৭৯টি	০০	০০	-
সর্বমোট				৯৩২টি	০৪টি	২৩৮টি	১২৬টি

আইন অধিশাখার ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

১। অত্র মন্ত্রণালয়ে একটি আইন সেল গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২। চলমান মামলাসমূহের উপর একটি ডাটাবেজ তৈরি, যা প্রক্রিয়াধীন।

৩। অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। বিভিন্ন বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলার বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. প্রশাসন অনুবিভাগঃ

প্রশাসন-১ শাখাঃ

২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৮ টি নতুন পদের মধ্যে সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ৩৬টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদের মধ্যে দুই ক্যাটাগরির ০৮(আট) টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট যাচাইপূর্বক তাঁদের চাকুরিতে পুনঃবহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পাদিত হচ্ছে। সচিবালয় ক্লিনিক অটোমেশন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫ টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৪ টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। জিএনএসপি ইউনিটের উন্নয়নখাতভুক্ত পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আইন সেল প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরিয়ান পদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের নিয়োগবিধি প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তাছাড়াও প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, বাৎসরিক গোপনীয় অনুবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন ও সামঞ্জস্যকরণ এবং সচিবালয়ের প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃঙ্খলা, অনিয়মিত নিয়োগ ও অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ এবং মামলার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, প্রেষণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

(১) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে অত্র শাখার ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ এর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(২) Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় তিনটি প্রস্তাব পিপিপি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন এলাকার সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হবে। ভবিষ্যতে PPP এর মাধ্যমে আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(৩) এ শাখা হতে একটি Training Policy প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়া Training Policy প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশাসন-২ শাখাঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রশাসন-২ শাখা হতে সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

- টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) কর্তৃক ০+২০০ লাইনের ডিজিটাল ইন্টারকম এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সকল এ.ও/পিওদের ইন্টারকম সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১০টি ডেস্কটপ ও ৫টি ল্যাপটপ ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ফটোকপি সেলে ব্যবহারের জন্য দুইটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ৭৮,০৮,৯৭০/- টাকার স্টেশনারি ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করে বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে ।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশাসন-২ শাখা হতে সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

- মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য একটি ফটোকপি মেশিন ক্রয়/ সংযোজন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য দুইটি স্ক্যানার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের পার-৪ শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ৬৬,৬৮,৯৮০.৭০ টাকার স্টেশনারি ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করে বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রশাসন ৩ ও ৪ অধিশাখা বর্তমানে যথাক্রমে বাজেট ও অডিট অধিশাখা নামে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশাসন-৫ অধিশাখাঃ

৯ম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন হতে চলমান ১৩ম অধিবেশন পর্যন্ত বিধি-৪৪ অনুসারে ৬৬৮টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাব (সম্পূরক প্রশ্নসহ) এবং ১৯৭টি লিখিত প্রশ্ন (৪৫ বিধি অনুযায়ী) সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য ৮টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৭১ বিধি অনুযায়ী ৭টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ব্রীফ এবং ৭১ (ক) উপ বিধি অনুযায়ী ৬২টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৬২ (বিধি) অনুযায়ী ৬টি মুলতবী প্রস্তাবের জবাব প্রস্তুত সহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৩১ বিধি অনুযায়ী ১২টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির 1৭টি বৈঠকের এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটির ৪টি সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করে সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।
এছাড়াও এ অধিশাখা হতে নিম্নোক্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকেঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে প্রেরণ।
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ।
৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ।
৪। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।
৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা সভায় যোগদান।
৮। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার কার্যপত্র, কার্য বিবরণী প্রস্তুত করণসহ সভার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা।
৯। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের টেলিফোন বরাদ্দ, ফ্যাক্স, ইন্টারকম, ইন্টারনেট ইত্যাদির মঞ্জুরি প্রদান।
১০। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।
১১। মাননীয় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ভাষণের ড্রাফট প্রস্তুত করে প্রেরণ।
১২। আন্তঃদপ্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ অনলাইনে সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ পেপারলেস সভার ব্যবস্থা চালু করা।

পার-১ অধিশাখাঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-৫ শাখার এপ্রিল ০৬/২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক Bangladesh Service Recruitment Rules, 1981 বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সংশোধন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সহকারী, সহযোগী ও অধ্যাপক পদে চিকিৎসকদের বদলি, পদায়ন ও চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একাডেমিক চিকিৎসকদের স্বেচ্ছায় অবসর, পিআরএল, ইস্তফা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি ও পিএসসিতে অধিযাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পার-১ অধিশাখা হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, ২০১১ জুলাই হতে ২০১২ এর জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/ ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ৭১০ জন ও সহযোগী অধ্যাপক পদে ১৭৬ জন কর্মকর্তাকে পার-১ অধিশাখা হতে পদোন্নতি দেয়া হয়। আরো উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপকের পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহের অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকদের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-২ অধিশাখা কর্তৃক বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/ স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ডিপিসির মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড), সহকারী পরিচালক/সিভিল সার্জন/সমমান পদে পদোন্নতি, উপ-পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি প্রদান ছাড়াও কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

পার-২ অধিশাখার সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

০১। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার এর স্বল্পতা থাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে উক্ত সমস্যা সমাধানে আগামীতে অনুষ্ঠেয় ৩১, ৩২ ও ৩৩ বিসিএস এর মাধ্যমে ৭৩০৩ (সাত হাজার তিনশত তিন) জন সহকারী সার্জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন নিয়োগের জন্য পিএসসি-তে নিম্নবর্ণিত রিকুইজিশন প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বিসিএস	সহকারী সার্জন	সহকারী ডেন্টাল সার্জন	মোট
১.	৩১ তম	৩৫০০	৫৫	৩৫৫৫
২.	৩২ তম	৩৯৫	-	৩৯৫
৩.	৩৩ তম	৩২৩৫	১১৮	৩৩৫৩
সর্বমোট				৭৩০৩

০২। স্বাস্থ্য ক্যাডার নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সহকারী অধ্যাপক ও জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে (সিনিয়র স্কেল পদ) পদোন্নতির জন্য পোষ্ট গ্রাজুয়েশন/ডিপ্লোমা অর্জন বাধ্যতামূলক। অন্য কোন ক্যাডারে সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতির জন্য উচ্চতর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের প্রয়োজন হয় না। ফলে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকাতাগণ যারা সহকারী অধ্যাপক এবং জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভে আগ্রহী তাঁদের পদোন্নতির জন্য উচ্চতর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের পরও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অসম শর্তের শিকার হচ্ছেন। কেননা, বর্ণিত দুটি পদে পদোন্নতির জন্য দুই ধরনের শর্ত পূরণ করতে হচ্ছে অপরদিকে অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের শুধু সিনিয়র স্কেল পাশ করলেই পদোন্নতি পাচ্ছেন।

উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ক্যাডারে যারা সাধারণ প্রশাসনিক পদে থাকবেন (যাদের পোষ্ট গ্রাজুয়েশন/ডিপ্লোমা ডিগ্রীর দরকার নেই) তাদের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার বিধান রেখে জুনিয়র কনসালট্যান্ট ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়র স্কেল পাশের বিধান রহিত করার জন্য Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিধান সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিধিমালা সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৪১৩৩ জন ডাক্তার বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০৫। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার মেডিকেল) কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে । যার এস,আর,ও নং-৪৫-আইন/২০১০।

এক নজরে এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পার-২ অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত চাকুরি স্থায়ীকরণ/পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মকান্ডঃ

(ক) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	সংখ্যা
১	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	১৩৮২
২	ডিপিসির মাধ্যমে সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি	৯৭৩
৩	ডিপিসির মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	১০৪
৪	এডহক ভিত্তিক সহকারী সার্জন নিয়োগ	৫৮২
৫	২৯ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ	২১২

(খ) ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	সংখ্যা
১	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	৯৩৬
২	ডিপিসির মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড (৭ম)	১৩২৪
৩	ডিপিসির মাধ্যমে সিলেকশন গ্রেড (৫ম)	৫০৮
৪	ডিপিসির মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	১৪৪
৫	ডিপিসির মাধ্যমে উপ-পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	৩২
৬	৩০ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ	৫৬১

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূবর্ক তা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সময় সময় বিধিসমূহ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান, ইত্যাদি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন।

<u>পার-৩ অধিশাখাঃ</u>

পার-৩ শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

সিনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	পদোন্নতির ধরণ	মন্তব্য
১	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী)	৬	০	১৯	১৯	৪৪	নিয়মিত	২০০৮-০৯, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে সিনিয়র কনসালট্যান্টের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে সর্বমোট ১৮৫ জনকে।
২	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি)	০	০	১৬	৩৭	৫৩	নিয়মিত	
৩	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী)	০	০	১০		১০	নিয়মিত	
৪	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু)	০	০	১৪		১৪	নিয়মিত	
৫	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী)	২	০	১৩		১৫	নিয়মিত	
৬	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু)	০	০	১২		১২	নিয়মিত	
৭	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)	৫	০	১৯		২৪	নিয়মিত	
৮	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি)	২	০	১০		১২	নিয়মিত	
৯	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী)	১	০	০		১	নিয়মিত	
	সর্বমোট	১৬		১১৩	৫৬	১৮৫		

পার-৩ শাখা হতে গৃহিত কার্যক্রমের তথ্যাদি
জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	পদোন্নতির ধরণ	মন্তব্য
১	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)	০	০	০	১২	১২	নিয়মিত	জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে নিয়মিত পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে ৪৬৪ জনকে।
২	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী)	০	০	০	৮	৮	নিয়মিত	
৩	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি)	০	০	০	৩১	৩১	নিয়মিত	
৪	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু)	০	০	০	১০৬	১০৬	নিয়মিত	
৫	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি)	০	০	০	২৮	২৮	নিয়মিত	
৬	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চর্ম ও যৌন)	০	০	০	৩৮	৩৮	নিয়মিত	
৭	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (এ্যানেসঃ)	০	০	০	২৬	২৬	নিয়মিত	
৮	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী)	০	০	০	৭২	৭২	নিয়মিত	
৯	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী)	০	০	০	৪৫	৪৫	নিয়মিত	
১০	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু)	০	০	০	৬৬	৬৬	নিয়মিত	
১১	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বক্ষব্যাধি)	০	০	০	০	০	নিয়মিত	
১২	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী)	০	০	০	১৪	১৪	নিয়মিত	
১৩	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজী)	০	০	০	৫	৫	নিয়মিত	
১৪	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (ডেন্টাল)	০	০	১৩	০	১৩	নিয়মিত	
	সর্বমোট	০	০	১৩	৪৫১	৪৬৪		

পার-৩ শাখা হতে গৃহিত কার্যক্রমের তথ্যাদি (অন্যান্য)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	সর্বমোট	মন্তব্য
১	পিআরএল	৪১	৯৮	১৭৫	৫৭	৩৭১	
২	স্বেচ্ছায় অবসর	৭৬	৩৩	৪৯	২৪	১৮২	
৩	ইস্তফা	১৮	১২	১৬	১১	৫৭	
৪	দক্ষতাসীমা	২২৯	৩২৭	৯০	৫১	৬৯৭	
৫	শৃংখলামূলক কার্যক্রম	৮	১১	৩১৯	১৪৪	৪৮২	
৬	চাকুরি ধারাবাহিকতা ও অনিয়মিত সময়কাল নিয়মিতকরণ	৩১	৩৩	২২	৩	৮৯	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান। স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃংখলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা।

পার-৪ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনষ্টিটিউট, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন ও পদ সংরক্ষণ এবং পদ স্থায়ীকরণের কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন চিকিৎসকসহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের লিয়েন অনুমোদনের কার্যক্রম অত্র অধিশাখায় সম্পন্ন হয়।

কর্মবন্টন :

১. স্বাস্থ্য সার্ভিসের সাংগঠনিক ও পদ কাঠামো পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও স্থানান্তরসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
২. স্বাস্থ্য সার্ভিসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদসমূহ পূরণ ও কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
৩. চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সংযোগ ও সমন্বয়;
৪. পার অধিশাখার কার্যক্রম সমন্বয়;
৫. শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পার-৪ অধিশাখা বিগত ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে যে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করেছে তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হলঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজিত জনবলের বিবরণী (২০১০-২০১১)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সৃজিত জনবল		
		বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদ	অন্যান্য পদ	মোট সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ফেনী জেলা সদর হাসপাতালের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে পদ সৃজন	৪৩টি	৫২টি	৯৫টি
২	বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিকের জন্য পদ সৃজন	৫টি	৭টি	১২টি
৩	পঞ্চগড় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন		১টি	১টি
৪	স্বাপকম-এর অধীন দেশের সরকারি ১৩ (তের)টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গাইনি এন্ড অবস বিভাগে পদ সৃজন	১৪৯টি	--	১৪৯টি
৫	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন	৩৬টি	১৬টি	৫২টি
৬	স্বাপকম এর ১৪টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইন:অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, নিটোর ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন: ও হাসপাতাল এর জন্য ইউরোলজি বিভাগে পদ সৃজন।	৫৮টি	--	৫৮টি
৭	১০০ শয্যা বিশিষ্ট কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের জন্য অস্থায়ীভাবে পদ সৃজন	২১টি	৮০টি	১০১টি
৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪(চার)টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল) স্বতন্ত্র রক্তরোগ (হেমাটোলজি) বিভাগের পদ সৃজন	৩২টি	২০টি	৫২টি
৯	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ডেন্টাল সার্জনদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক উচ্চতর পদ সৃজন	৪৮টি	--	৪৮টি
১০	স্বাপকম এর অধীন চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল ওন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস এর জন্য পদ সৃজন	৫৯টি	১৪৮টি	২০৭টি
১১	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর জন্য পদ সৃজন	১২৮টি	২৮৯টি	৪১৭টি
	মোট=	৫৭৯টি	৬১৩টি	১১৯২টি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজিত জনবলের বিবরণী (২০১১-২০১২)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সৃজিত জনবল		
		বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদ	অন্যান্য পদ	মোট সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
১	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নিটোর ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালে বার্ণ ও প্লাষ্টিক সার্জারী বিভাগে পদ সৃজন	৯৮ টি		৯৮ টি
২	১৪ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওলজী ও ইমেজিং বিভাগে পদ সৃজন	১০৮ টি		১০৮ টি
৩	ঢাকায় ধামরাই এর কৃষ্ণনগর ও সাভার উপজেলার আমিনবাজারে ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পদ সৃজন	১২ টি	৩৬টি	৪৮ টি
৪	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে পদ সৃজন	৮৮ টি	৭৯ টি	১৬৭ টি
৫	যশোর মেডিকেল কলেজে পদ সৃজন	৮৮ টি	৭৯ টি	১৬৭ টি
৬	রংপুর বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়ে পদ সৃজন			
৭	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেডিওথেরাপী বিভাগে পদ সৃজন	২টি	১২ টি	১৪ টি
৮	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টাংগাইল জেলা হাসপাতালে পদ সৃজন	৮ টি	৪টি	১২ টি
৯	১০০ শয্যা বিশিষ্ট পঞ্চগড় জেলা সদর হাসপাতালে পদ সৃজন	_	৯ টি	৯ টি
১০	চাঁদপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পদ সৃজন	১ টি		১টি
১১	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর জন্য পদ সৃজন	--	১৫টি	১৫টি
	মোট=	**৪০৫টি**	**২৩৪টি**	**৬৩৯টি**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজন করা হলে জনগণ সহজে চিকিৎসা সুবিধা পাবে।

পার-৫ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৫ শাখা মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সম্প্রতি এই শাখার কার্যক্রমের তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম। পার-৫ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহিঃ

বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ প্রায়শঃই আয়োজিত হয় যাতে অংশ নিয়ে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

(ক) **২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অর্জিত ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	শ্রান্তিবিনোদন ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি
১৫৫৬	১৫৫৬	৯৩	৯৩	৪০৬	৪০৬	১৪	১৪

(খ)) **২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অর্জিত ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	শ্রান্তিবিনোদন ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি
১৪৬৫	১৪৬৫	৬২	৬২	৩৬৬	৩৬৬	৯	৯

(গ) অনলাইনে চিকিৎসকদের ছুটি প্রদান কার্যক্রমঃ শাখা হতে অনলাইনে চিকিৎসকদের ছুটি প্রদান বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল চিকিৎসকদের আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১ আগস্ট ২০১২ থেকে ঢাকা মহানগরীর সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের ছুটির আবেদন অনলাইনে নিষ্পন্ন করার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের মাধ্যমে সেবা আরো সহজীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনিক অনুবিভাগের অধীন একটি ইউনিট। মানব সম্পদ বিষয়টি সর্বজনীন ও ব্যাপক। বস্তুতঃ Human Capital এর উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টরের জনবল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সহায়তার জন্য ১৯৯৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুবিভাগের অধীনে একটি ইউনিট হিসাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের যাত্রা শুরু হয়। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশল পত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্ম কৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে । বর্তমানে এই ইউনিট ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSDP'র অধীনে গৃহীত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর চলমান কর্মসূচিঃ

- Job Analysis of Upazila Level Health Workforce to rationalize the work load and developing effective referral linkages
- National Health workforce survey and development of database on HR workforce with updating mechanism
- Updating the TO&E of offices under MOHFW & developing database
- Assessment of Health workforce training programs & suggesting accreditation mechanism.
- Development and implementation of a HRM Information System.
- দেশের সকল জেলা উপজেলার ডাক্তারগণের উপস্থিতি মনিটরিং করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন মেডিকেল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮৫' হালনাগাদকরন।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন।
- মেডিকেল ফিজিসিষ্টদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- ইউনানি আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ইনষ্টিটিউট এর জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতিমালা।
- Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) এর সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজনসহ এ সংশ্লিষ্ট কার্যসূচি বাস্তবায়ন।
- HRD Data Sheet প্রকাশনা।
- স্বাস্থ্যখাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ডিজিটাল নথি/অফিস ব্যবস্থাপনা সরকারি চাকুরির বিধানাবলী, Computer Training, English Proficiency ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

বাজেট (২০১১-২০১৬)

Estimated Cost (According to Financing Pattern):

(Taka in Lakh)

Source	Financing Pattern	2011-12	2012-13	2013-14	2014-16	Total	Source of fund
GOB	GOB Taka	220.00	230.00	250.00	575.00	1,275.00	Pool, CIDA, JICA, WHO, AusAID, EU, DFID, USAID
PA	RPA	490.00	1,007.00	1,655.00	1,483.00	4,635.00	
	DPA	900.00	1,837.00	2,200.00	3,900.00	8,837.00	
	Total PA=	**1,390.00**	**2,844.00**	**3,855.00**	**5,383.00**	**13472.00**	
Grand Total=		1,610.00	3,074.00	4,105.00	5,958.00	14747.00	

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অর্গানোগ্রাম

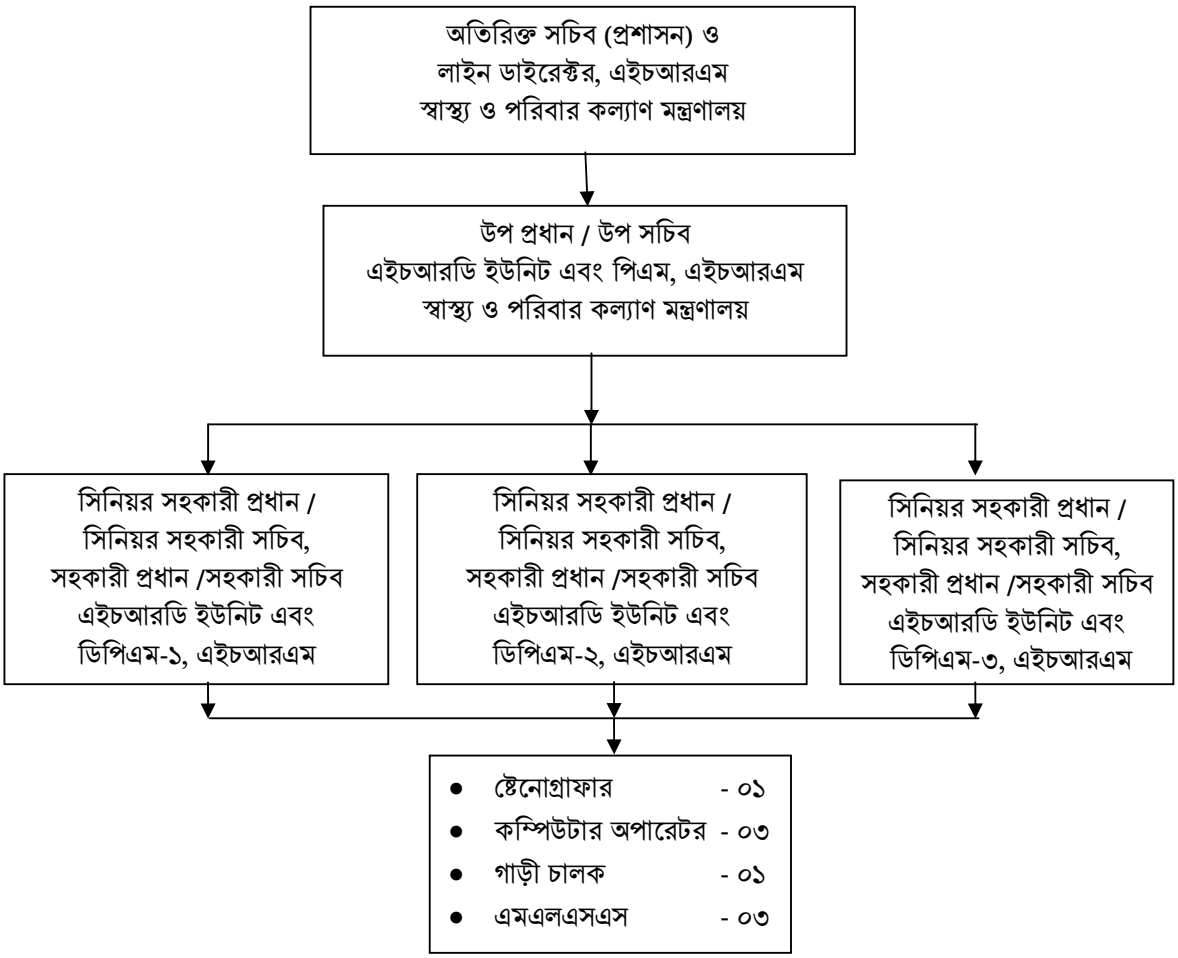

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১। দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত স্বাস্থ্য জনশক্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

২। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত মিডওয়াইফস তৈরি করা।

৩। ডিজিটাল নথি / অফিস ব্যবস্থাপনা চালু করা।

৪। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

লাইব্রেরি শাখাঃ

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১০৮ ও ১০৯টি করে বই ক্রয় করা হয়েছে। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন কানুন, প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। বইসমূহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে অফিস কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ম মাফিক আদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এসি সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজ তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

কম্পিউটার সেলঃ

এ মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রণালয়ের ল্যান সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পিএমআইএস ডাটাবেজের রির্পোট প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ, তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, ডাটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট প্রদান, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ;
- কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কম্পিউটার শাখার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ;
- কম্পিউটার ও প্রিন্টার ইনস্টলেশন, রিবন ও কার্টিজের সংযোগ, প্রিন্টার কেবল এবং কম্পিউটার ও প্রিন্টার সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম;

৩. পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ:

কার্যপরিধিঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধি সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা (Career Planning) বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;

- পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগে সমন্বয় সাধন;
- ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলীর সংগে সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জন উর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলীসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চতকরণ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, বেতন নির্ধারণ, পদবী পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃঙ্খলা,অনিয়মিত নিয়োগ,পদোন্নতি,অবসর গ্রহণ এবং অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রেষণ, চুক্তিভিক্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলী ;

কর্মসম্পাদনঃ

- ২০১০-১১ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ৮০৫০ জন কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ইতোমধ্যে এগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ৪২৯৪ জন কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকায় কর্মচারী নিয়োগের নিমিত্ত ১৯ জনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- জনসংখ্যা নীতি-২০১২ অনুমোদনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

৪. জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

জনস্বাস্থ্য-১ শাখাঃ

কর্মসম্পাদনঃ

১। বর্তমান সরকারের সময়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উক্ত পরিদপ্তরের বিদ্যমান ২২০টি পদের অতিরিক্ত প্রস্তাবিত বিভিন্ন ক্যাটাগরী ৫২৫টি পদের বিপরীতে ১৫০টি পদ সৃজনসহ উক্ত পরিদপ্তর-কে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ১৫ জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ককে সহকারী পরিচালক পদে, ২ জন সহকারী পরিচালক-কে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৩(তিন) জন উপ-পরিচালককে পরিচালক পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫(পাঁচ) জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৫(পাঁচ) জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়ার পর ২(দুই) জন ঔষধ তত্ত্বধায়ককে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮ জন ঔষধ তত্ত্বধায়ক ও ৪ জন ঔষধ পরিদর্শককে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৬ জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক ও ৪ জন ঔষধ পরিদর্শক যোগদান করেছেন।

২। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ বিধির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সম্মতির পর ভেটিং প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিদ্যমান ২২০টি পদের অতিরিক্ত ১৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত পদসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। সরকার দেশের উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ঔষধের মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ভবনে অবস্থিত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করেছে। তৎসংগে উক্ত ল্যাবরেটরীতে ভ্যাকসিনসহ সকল প্রকার ঔষধ পরীক্ষা করা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরীতে উন্নীত করার জন্য সর্বমোট ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীর মেরামত ও নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মমাফিক নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং মেরামত ও নির্মাণ কাজ বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া উক্ত ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতার প্রেক্ষিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হতে ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। সরকারি হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। প্রতি ৩ বৎসর পর পর বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে গঠিত বোর্ডের মেয়াদ ৩(তিন) বৎসর শেষ হওয়ায় নতুন করে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটি-৩ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভেজাল এবং মানসম্মত নয় এরুপ ৬২টি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঔষধ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৮-১২-২০১১ তারিখের ২৫৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটি-৩ কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসৃত অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কারখানা পুনঃপরিদর্শন ও পুনঃ মূল্যায়ন করতঃ বিধি-বিধান অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৮। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট মামলা নম্বর ৯১০৫/২০১০ এর নির্দেশনার আলোকে ভেজাল ঔষধ বা মেডিকেল প্রিপারেশন বন্ধ করার বিষয়ে মনিটরিং গাইডলাইন তৈরি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মনিটরিং গাইড তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৯। ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কলেজসমূহের শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভূক্তি ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য-২ শাখাঃ

১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের জন্মের পর থেকে ৯ মাস বয়সের ৭টি রোগের যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া , হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, পোলিওমাইলাইটিস ও হামের টিকা প্রদান এবং শিশুদের ৯ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকার সাথে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর বিষয়ে সকল প্রকার নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

২। পোলিও ও রাতকানা রোগ নির্মূলকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর মাধ্যমে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে পোলিও টিকা, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনিক কার্যাবলী।

৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/আইপিএইচএন/এনএনএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা, যোগযোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বার্তা জনসাধারণের অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)'র জন্য Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)'র অর্থায়ন সংক্রান্ত আবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ এবং উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৫। জাতীয় পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইপিএইচএন/জাতীয় পুষ্টি পরিষদ/এনএনএস এর মাধ্যমে সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলীর সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান করা।

জনস্বাস্থ্য-৩ শাখা :

১। বর্তমান সরকারের সময়ে কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর তফসিল-১ Allocation of Business Among the Different Ministries and Division এর ৯(সি) ও (এফ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিধায় The Bangladesh Pure Food (Amendment) Act, 2005 সংশোধনের নিমিত্ত National Food Safety Advisory Council এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর স্থলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদে সার-সংক্ষেপ প্রেরণসহ আইন সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

২। বর্তমান সরকারের সময়ে The Breast Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 এর কতিপয় ধারা ও উপধারা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন ও সংশোধনের লক্ষ্যে ২৪.০৭.২০১১ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের নিয়ে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক The Breast Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 বাতিল করে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য (বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১২ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়ার উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। নিরাপদ রক্তপরিসঞ্চালন আইন-২০০২ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, বাংলাদেশে রক্তপরিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে সর্বোপরি স্বাস্থ্য ব্যবস্হার মান উন্নয়নের জন্য Draft National Blood Policy টি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উক্ত National Blood Policy টি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের নির্দেশনা দেন এবং সে মোতাবেক National Blood Policy টি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের কাজ চলছে।

৪। বর্তমান সরকারের সময়ে Cryobanks International India Private Limited কর্তৃক প্রস্তাবিত "Stem Cell Banking and Treatment Facility" বাংলাদেশে চালুকরণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখা :

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রায় ৭৮০ (সাত শত আশি) জন কর্মকর্তাদের বৈদিশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য সেক্টরের জনশক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা। এছাড়া বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানে যে সকল বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে তা প্রার্থী মনোনয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

(১) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ০৭ এপ্রিল ২০১১ ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ২৮ এপ্রিল ২০১১ ''নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ৩১ মে ২০১১ ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ২৫-২৯ জুলাই/১১ অটিজম সম্মেলন এর সমন্বয় করা হয়েছে।
- Dr. Margaret Chan, DG, WHO এর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সাধন করা হয়েছে।
- ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' এর বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য ৩১ মে ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

- ❖ ১৯/৯/২০১০ তারিখে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ❖ ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ❖ গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

(২) ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- o ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ GAVI Alliance Board Meeting এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় সকল কার্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করা।
- o ০৭ এপ্রিল ২০১২ ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ২৮ এপ্রিল ২০১২ ''নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ৩১ মে ২০১২ ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' এর বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য ৩১ মে ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ড. আতিউর রহমান-কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।
- o এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত।
- o ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- o গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।
- o ১৮-১৯ জুন ২০১২ ঢাকায় সকল জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১২ জারির কার্যক্রম চূড়ান্তকরণ।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে ও অনুদানে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আধুনিক দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ এর কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় মোট ৪টি অধিশাখা রয়েছে। এগুলি হল : প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখা। এই অনুবিভাগের আওতায় বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হল :

১। <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখা কর্তৃক ২০১০ হতে ২০১২ সময়কালে সম্পাদিত কার্যক্রম:</u>

প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, ২, ৩ শাখা/অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ, চাকুরি নিয়মিত করণ এবং প্রকল্পে নিয়োজিত চিকিৎসকদের প্রেষণ/শিক্ষাছুটি দেয়া হয়ে থাকে। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এই ৩টি শাখা/অধিশাখার আওতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হল :

ক. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে HNPSP এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গৃহীত স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩৭টি কর্মসূচির অর্থছাড় করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত ১৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

খ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে HPNSDP এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম : সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ৪,৫,৬ এবং ১ ও ৮ এর অংশবিশেষ অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৫ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মেয়াদ ২০১৬ পর্যন্ত। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি। যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি এই তিনটি সাবসেক্টর সমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুষম এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবাসমূহকে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দেয়া হবে।

এই উন্নয়ন কর্মসূচি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মসূচির বৈদেশিক অর্থায়নের মূল উৎস হল বিশ্বব্যাংক এর ঋণ এবং অংগীকার, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী যথা ইসি, ডিএফআইডি, জাইকা, সহ আরো বেশকিছু দেশ ও সংস্থার অনুদান। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি কর্মসূচির অর্থছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া এই অর্থবছরে ২০টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থছাড় করা হয়েছে।

গ. সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-২০১১ অর্থবছরে অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর নাই।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৬টি পদ অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ঘ. সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-২০১১ অর্থবছরে স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর নাই।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১২টি পদ এবং এনআইসিভিডি শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৬১ টি পদ মোট ৭৭৩টি পদ স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ঙ. চাকুরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫৭টি এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫৭টি মোট ১১৪টি বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।

চ. চিকিৎসকের প্রেষণ শিক্ষা ছুটি সংক্রান্ত তথ্য : ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২০ জন বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত চিকিৎসককে প্রেষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে কোন প্রেষণ প্রদান করা হয়নি ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

এইচএনপিএসপি এর মেয়াদ জুন, ২০১১তে শেষ হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)" গ্রহণ করেছে যার মেয়াদ ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত। ২০১১-১৬ সালে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের বিপরীতে অর্থ ছাড়সহ সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ অন্যান্য কার্যাবলী এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহও নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

২। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম:

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট স্থাপনঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুণর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্যসম্পাদনের জন্য প্রকল্প অর্থকোষ সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের পুণর্ভরণ ও অডিট সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জুলাই'২০০৩ থেকে HNPSP ও HPNSDP কর্মসূচির বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থাপনা অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিটি ইউনিট (FMAU) করে আসছে।

এফএমএইউএর কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে হলো নিম্নরূপঃ-

১) আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
২) হিসাব ও নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৩) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন;
৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের দক্ষতা, সক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা;
৫) উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

ক. HNPSP ও HPNSDP কর্মসূচির আরপিএ (জিওবি) মাধ্যমে অর্থ পুণর্ভরণ:

HNPSP কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ৩৮টি অপারেশনাল প্ল্যানের জন্য ৩৮ জন লাইন ডাইরেক্টর ছিল। ৩৮টি অপারেশনাল প্ল্যান থেকে কোয়ার্টার ভিত্তিক FMRs/SoE সংগ্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় ভাবে FMRs প্রস্তুত করে পুণর্ভরণ দাবী বিশ্ব ব্যাংকে দাখিল করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪টি কোয়ার্টারে ৪০৫২-বিডি ঋণচুক্তির বিপরীতে RPA (GOB) খাতে খরচকৃত সর্বমোট ৭৫২,১৮,৩৬,০০০/- (সাতশত বায়ান্ন কোটি আঠার লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা পুণর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়। একই ভাবে HPNSDP এর আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ০৪(চার) কোয়ার্টারে খরচকৃত ৭৫৮,৬০,৬৪,০০০.০০ (সাতশত আটান্ন কোটি ষাট লক্ষ চৌষট্রি হাজার) টাকা পুণর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ:

Improved Financial Management- MoHFW এর অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ২২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১৭ জন কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ. অডিট:

1. বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে HPNSDP ভুক্ত ৩২টি কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজের জন্য Out Source এর মাধ্যমে একটি অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
2. এ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের অডিট পার্সোনাল সমন্বয়ে গঠিত ৪টি কোর অডিট টিমের মাধ্যমে ৩৮টি লাইন ডাইরেক্টরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় শহর এবং বিভাগীয় শহরের আওতাধীন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ অফিস সমূহের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
3. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১০-২০১১ বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উপর গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ (পার্ট-এ) :-

আর্থিক বছর	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান	অনিষ্পন্ন আপত্তির অবস্থা
২০১০-১১	১৬	২৫৮৪.৫৬ লক্ষ	২টি সম্পূর্ণ ১টি আংশিক	৭৪৭.১২ লক্ষ	অনিষ্পন্ন আপত্তির জড়িত টাকার পরিমাণ ১৮৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা । এ আপত্তির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ফাপাড কার্যালয়ে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০১১-১২			বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এখনও নিরীক্ষিত হয়নি।		

৩। <u>অডিট অধিশাখার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন</u> :

২০১০-২০১১ অর্থবছর

(ক) বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) ২টি সভা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ৫৫(পঞ্চান্ন) টি অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত অডিট আপত্তির উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৬৭৯টি অডিট ছাড়পত্রের প্রস্তাবের উপরও কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(খ) বিগত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এমএসআর ক্রয়ে বড় ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছিল। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন কার্যালয়সমূহের ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষায় অনিয়মসূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিষয়ে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৪০টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়টি তদন্তের নিমিত্ত ৮ (আট)টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিসমূহ ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে সরেজমিনে বিস্তারিত তদন্তকার্য সম্পাদনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থবছর

(ক) বিগত ২০১১-১২ অর্থ বছরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) ৪টি, ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ৯৪ (চুরানব্বই) টি অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত অডিট আপত্তির উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৪৮ টি অডিট ছাড়পত্রের প্রস্তাবের উপরও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত অডিট কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(খ) পিএ কমিটির অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কর্মকর্তাদের পেনশন/আনুতোষিক হতে ইতোমধ্যে ৫৯,৯৩,৯৫০/১৪(উনষাট লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা চৌদ্দ পয়সা) টাকা কর্তন/স্থগিত সাপেক্ষে অডিট ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিভিল সার্জন অফিস / কার্যালয়সমূহে আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আহ্বায়ক করে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য আদেশ জারি করা হবে।

৪। **বাজেট অধিশাখার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন :**

	কর্ম সম্পাদন
১.	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন।
২.	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ
৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ
৪.	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অংশ প্রস্তুতকরণ
৫.	বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
৬.	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান
৮.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন
৯.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত ২২৯টি এবং জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩৩৫ টি পেনশন নিষ্পত্তিকরণ
১০.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৭১০টি গৃহ নির্মাণ, ২৫২টি গৃহ মেরামত, ৯৫২টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ৭৮টি কম্পিউটার অগ্রিম এবং ৬৯টি মটর গাড়ী অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরী প্রদান। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৩২৯টি গৃহ নির্মাণ, ৩৭২টি গৃহ মেরামত, ৮৫১টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ১৭৩৮টি কম্পিউটার অগ্রিম এবং ৯৯টি মটর গাড়ী অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরী

	প্রদান।
১১.	মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক সম্পাদন
১২.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ
১৩.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ
১৪.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোডে পুনঃ উপযোজন
১৫.	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ ছাড়করণ
১৬.	মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত
১৭.	মৃত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত
১৮.	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত পত্র
১৯.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের অগ্রিম (জিপিএফ)ঋণ উত্তোলন
২০.	স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান বরাদ্দের কার্যক্রম
২১.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান
২২.	বিবিধ বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তি

৬. হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগঃ

এ অনুবিভাগে হাসপাতাল ১, ২, ৩, ৪ ও নার্সিং অধিশাখা রয়েছে।

হাসপাতাল-১ অধিশাখাঃ

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম
১।	দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা	দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে এবং দেশের বাইরে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টিম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
২।	আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবা	ডায়রিয়া, ডেংগু, এ্যাজমাসহ অন্যান্য রোগের বিষয়ে জনগণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৩।	২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এমএসআর সংক্রান্ত	এ বিষয়ে হাসপাতাল-২ অধিশাখা হতে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
৪।	ইডিসিএল হতে ঔষধ ক্রয়	দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইডিসিএল হতে ঔষধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।
৫।	মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমুহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৬।	বৈদেশিক অনুদান	বৈদেশিক অনুদান/বিনামূল্যে যন্ত্রপাতি আমদানির বিষয়ে অনুমতি প্রদান হয়ে থাকে।
৭।	বেসরকারি হাসপাতাল	বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্মিত হাসপাতাল পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

হাসপাতাল-২ অধিশাখাঃ

ক্রম	বিষয়বস্তু	কার্যক্রম
১	স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ প্রণয়ন সংক্রান্ত	মন্ত্রিসভা বৈঠকের ৩০/০৫/২০১১ তারিখের অনুমোদনের আলোকে "জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১" প্রকাশের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংযোজন করে নবম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনে ০৬/০৩/২০১২ তারিখে সংসদের বৈঠকে উপস্থাপনপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে।
২	ইউজার ফি বন্টন বিষয়ে নীতিমালা	সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা মান উন্নয়ন ও গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত ইউজার ফি বাবদ অর্থ নির্দিষ্ট হারে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত, কাঁচামাল/উপকরণ সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে সংরক্ষণ এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন ছিল। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলা নং ৯৫৮৭/২০১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
	ইউজার ফি হার নির্ধারণ সংক্রান্ত	ইউজার ফি আহরণ ও নির্ধারণ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৩/২০০৯ তারিখে অম/অবি/এনটিআর/সা-৩/কোঃ ২৭(১)৪/২০০২/০৭/১৪ ও ০৭/০৩/২০১০ তারিখ অম/অবিএনটিআর/স্বা/মঃ/ইউজার ফি/২০১০/১৩ সংখ্যক পত্রের সম্মতিক্রমে ইউজার ফি আহরণ ও নির্ধারণের পরিপত্র ০২/০৩/২০১০ তারিখে ১৫৫ সংখ্যক এবং ০৮/০৪/২০১০ তারিখের ২৪৭ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলা নং ৯৫৮৭/২০১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি হাসপাতালে আদায়কৃত ইউজার ফি ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন স্থগিত এবং রিট মামলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইউজার ফি পুনরায় বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে।
৩	বে-সরকারি চিকিৎসা সেবা আইন ২০০৪ প্রণয়ন সংক্রান্ত	বিভিন্ন দেশের বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশের সাথে তুলনাপূর্বক বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০০৪ সংশোধনক্রমে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪	মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ এর আলোকে বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত	মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ যথযাথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে বর্তমানে উক্ত আইনের আলোকে যুগোপযোগী বিধিমালার খসড়া প্রণয়ণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৯/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার নিমিত্ত আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।
৫	বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১১ প্রণয়ন সংক্রান্ত	বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১১ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৬	বিগত ২০১০-১১ অর্থ-বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডে (৩-২৭০১-০০০১-৪৮৬৮-৬৮১৩ ও ৪৯১৬) প্রদত্ত অর্থ হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যয় সংক্রান্ত।	বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডের (পুনঃউপযোজন) মধ্যে ৪৮৬৮ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১৫০,৪৭,০০,০০০/- টাকা, ৬৮১৩ কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ১২১,০০,০০,০০০/-টাকা এবং ৪৯১৬ কোডে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ১৫,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩টি কোডে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ২৮৬,৪৭,০০,০০০/- টাকা । বরাদ্দকৃত এ অর্থ ১৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ডেন্টাল, হোমিও ও ইউনানি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল এবং ৬০টি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ৩টি কোডে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬০,৭৫,৪৬,৭৩৮.৯৭ টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার হচ্ছে ৯১.০২%।
৭	২০১১-১২ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডে (৩-২৭০১-০০০১-৪৮৬৮-৬৮১৩ ও ৪৯১৬) প্রদত্ত অর্থ হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যয় সংক্রান্ত।	২০১১-১২ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডের (পুনঃউপযোজন) মধ্যে ৪৮৬৮ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১৬০,০০,০০,০০০/- টাকা, ৬৮১৩ কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ১২০,০০,০০,০০০/-টাকা এবং ৪৯১৬ কোডে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ১৬,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩টি কোডে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ২৯৬,০০,০০,০০০/- টাকা । বরাদ্দকৃত এ অর্থ ১৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩টি বিশেষায়িত

		হাসপাতাল, ডেন্টাল, হোমিও ও ইউনানি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল এবং ৬০টি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৮	হাসপাতাল পরিদর্শন সংক্রান্ত	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ হাসপাতাল পরিদর্শন রিপোর্টের ফরম্যাট ব্যবহার বান্ধব করা হবে যাতে সহজেই তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা যায়।

হাসপাতাল-৩ শাখাঃ

(ক) গত ০৯-০৪-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/৬-২/০৫(অংশ)/২৩১ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য ঢাকা শিশু হাসপাতাল-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে ;

(খ) গত ২৩-০৪-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/বিবিধ-০২/০৫/২৮২ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল-এর বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করা হয়েছে ;

(গ) গত ০১-০৬-২০১১ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/৬-৫/০৫/৩৩২ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দি ব্লাইন্ড-এর কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়েছে ;

(ঘ) গত ০৮-০৩-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/ক্লিনিক-৫/৯৩(অংশ)/১৬৪ সংখ্যক স্মারকে ০১ বছরের জন্য ২য় মেয়াদে অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ সিরাজুল আকবর এমপি-কে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়্যারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে;

(ঙ) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৪৯১৬ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত, বকেয়া ও অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সর্বমোট ২,৩৪,৮৫,১৫৯/- টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮৬৮ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত, বকেয়া ও অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সর্বমোট ১৭,৬৭,৬২,১৪৪/৩৩ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। উভয় কোডে সর্বমোট ২০,০২,৪৭,৩০৩/৩৩ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;

(চ) এছাড়া ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৪৯১৬ ও ৪৮৬৮ কোডে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল-৪ অধিশাখাঃ

বিগত দুই বছরের (২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২) কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বাস্তবায়ন
১	বিগত দুই অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর শয্যাওয়ারী এমএসআর ক্রয়ের ব্যয় মঞ্জুরী প্রদানের কার্যক্রম।	৬৪টি জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এমএসআর ক্রয় বাবদ =১৮,৯৮,১২,২৯৬.৪৬ টাকা ছাড় করা হয়েছে। বর্তমান ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ৪৩,৩৩,২২,৩৫৯.৮০ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২	বিগত দুই অর্থ বছরে হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০১১ সালের হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। ২০১২ সালের হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩	বিগত দুই অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি অনুদান(নিয়মিত) মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের কোড নম্বরভুক্ত বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত যেমনঃ বিএসএমএমইউ, বিএমআরসি, বিসিপিএস, বারডেম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতাল ইত্যাদি ধরনের ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়মিত অনুদান বাবদ =১৬৪২৩৭২০০০/-(একশত চৌষট্টি কোটি তেইশ লক্ষ বায়াত্তর হাজার) ছাড় করা হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত নিয়মিত অনুদান বাবদ ১৬৫,১৪,৩০,০০০/-(একশত পয়ঁষট্টি কোটি চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
৪	অ্যাম্বুলেন্স-এর চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম	দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও মাননীয় সংসদ সদস্যদের ডি.ও পত্রের আলোকে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণের কার্যক্রম করা হয়েছে।
৫	বিগত তিন অর্থ বছরে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান(এনজিও)-দের এককালীন অনুদান প্রদান সংক্রান্ত।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২১৬টি প্রতিষ্ঠানে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

নার্সিং অধিশাখা : এ অধিশাখার আওতাধীন নার্সিং শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনঃ

নার্সিং শাখা সংশ্লিষ্ট সেবা পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে ৪৩টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে নতুন নির্মাণকৃত ১১টি ইনষ্টিটিউটে (নীলফামারী, নওগাঁ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, হবিগঞ্জ, জামালপুর, চাঁদপুর ও পঞ্চগড়) এবং চলতি অর্থ বছরে ০১টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে (কিশোরগঞ্জ) ৩০ জন করে ছাত্র/ছাত্রী মোট ৩৬০ জন ভর্তি করা হয়েছে। উক্ত ১২টি নার্সিং ইনষ্টিটিউটসহ মোট ৪৩টি নার্সিং ইনষ্টিটিউটে প্রতি বছর সর্মমোট ১৫7০ জন জন ছাত্র/ছাত্রী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী সায়েন্স কোর্সে পড়াশুনার সুযোগ পাবে। দেশে বিএসসি পাশ নার্সের চাহিদা মিটানোর জন্য নতুন করে ৩টি নার্সিং কলেজ (বগুড়া, ফৌজদারহাট ও খুলনা) নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বগুড়া ও ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকে এ কলেজ দুটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে। খুলনা নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে শেষ করে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে এ কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিগত বছরে ০৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ)কে বিএসসি নার্সিং কলেজে উন্নীত করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ২০১১-১২ শিক্ষা বর্ষে আরও ০৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (সিলেট, বরিশাল ও রংপুর) কে বিএসসি নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ শিক্ষা বর্ষ থেকে এ তিনটি নার্সিং কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এ সকল বিএসসি নার্সিং কলেজে চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকে ৯৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে পড়াশুনার সুযোগ পাবে। ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০ সালে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৪০০০ টি সিনিয়র ষ্টাফ নার্সের পদ রাজস্বখাতে স্থায়ী করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ০৯ টি সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৭টি উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৪টি পাবলিক হেলথ্ নার্স, ৪৮টি নার্সিং সুপারভাইজার, ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদসহ মোট ৬০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ০৩টি নার্সিং কলেজে এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের ৯৬টি প্রথম শ্রেণীর পদ এবং ৬০টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ ৫০০০টি নার্সের পদ সৃজন করা হবে।

৭. উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগঃ

এ অনুবিভাগে ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা, নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ১ ও ২ শাখা রয়েছে।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখাঃ

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি Operational Plan এর পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে।

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ-এ মতবিনিময়ের মাধ্যমে PLMC'র Structure চূড়ান্তকরণ। এমএসএইচ /ইউএসএআইডি এর সহযোগিতায় PLMC'র আওতাধীনে কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে প্রকিউরিং এনটিটিসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। ২. সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ এর সহায়তায় PLMC'র কর্মপরিধির আওতায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটিসমূহ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ-এ মতবিনিময়ের মাধ্যমে Strategic Planning for Procurement Management of MOHFW চূড়ান্তকরণ। ৪. ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মেডিসিন এবং মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এর স্পেসিফিকেশনসহ Product Catalog অন্তর্ভুক্ত করে Web Portal on Procurement and Supply Chain Management of MOHFW চূড়ান্তকরণ। এ সংক্রান্ত প্রতিটি প্যাকেজের হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য Web Portal এ Procurement Tracking System চালুকরণ। ৫. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন। ৬. এইচপিএনএসডিপি এর আওতায় প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ এবং বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন। ৭. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/বিভাগের গাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান। ৮. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী (ওরাল পিল, Single rod Implant, Double rod Implant, কনডম) ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান।	১. বিডিং ডকুমেন্টস্স এবং বিডিং প্রসেসকে Web Portal এর আওতায় আনা। এইচইডি এবং পিডব্লিউডি এর আওতাধীন ওয়ার্কস প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমকে Web Portal এ অন্তর্ভুক্তকরণ। ২. এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানসমূহকে Web Portal- এ অন্তর্ভুক্তকরণ। এ বিষয়ে এমএসএইচ/এসআইএপিএস এর সহযোগিতায় লাইন ডাইরেক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ক্রয় সংক্রান্ত বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা।

নির্মাণ অধিশাখাঃ

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. HPNSDP'র আওতাধীন "ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের নির্মাণ কার্যাবলী নির্বাচন/অনুমোদন।	অপারেশনাল প্ল্যানভূক্ত কাজঃ Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ৳.৪৮১৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পায় ৳.১০৪০৯০.০০ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
২. PFD এর আওতাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুকূলে অর্থ ছাড়।	
৩. PFD এর অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা।	
৪. PFD এর আওতাধীন স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমির তফসিল ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা।	
৫. গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থাপনা নির্মাণ কাজের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রের অনুমোদন করা।	
৬. জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ ছাড় করা।	
৭. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/ সিলেকশনগ্রেড / টাইমস্কেল প্রদান করা।	
৮. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়োগবিধি অনুমোদন করা।	
৯. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা।	
১০. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বদলি/পদায়ন করা।	
১১. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদসৃষ্টি ও পদ সংরক্ষণ করা।	
১২. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা।	
১৩. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্ত করা।	
১৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নতুন নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পুনঃবন্টন করা।	
১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা উদ্বোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়া করা।	
১৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে তার অগ্রগতি মনিটরিং করা।	

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখাঃ

বর্তমান সম্পাদিত কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৫.০০ (পয়ঁতাল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। একইভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬.০০ (ছেচল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা ১০০ শয্যার উর্ধ্বে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যাচাই/বাছাই কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমূহ যাচাই বাছাই করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে ১০০ শয্যার উর্ধ্বে হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।	ভবিষ্যতে এ অধিশাখার কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্ম সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণসহ দায় দায়িত্ব নিরূপণ করে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই অধিশাখার কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলন ব্যবহার বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
২. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এইচইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। একইভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা ১০০ শয্যার হাসপাতালসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যাচাই/বাছাই কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমূহ যাচাই বাছাই করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।	

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখাঃ

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন।	২০১২-২০১৩ সাল থেকে চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।
২. বাংলাদেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/ বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন।	
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন।	
৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে টেলিটকের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ সেশনে মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস / বিডিএস কোর্সে ভর্তির আবেদন ও ফল প্রকাশ করা।	

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখাঃ

(১) সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/আইএইচটি/ম্যাটস প্রতিষ্ঠা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নবায়ন, কোর্স অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটির সভায় নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদন প্রদান করা হয়ঃ

প্রতিষ্ঠান	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	সর্বমোট	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ক. সরকারি মেডিকেল কলেজ	১টি	৩টি	৪টি	১. বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান।
খ. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	২টি	৯টি	১১টি	
গ. বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	১টি	-	১টি	
ঘ. সরকারি ডেন্টাল ইউনিট	-	৭টি	৭টি	
ঙ. বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট	-	১টি	১টি	
চ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	-	৩টি	৩টি	
ছ. ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী(আইএইচটি)	১০টি	১৪টি	২৪টি	
জ. মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল(ম্যোটস)	১৭টি	৪৫টি	৬২টি	
ঝ. বিএসসি কোর্স (প্যারমেডিক্স)	-	৭টি	৭টি	

(২) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১(সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮. পরিকল্পনা অনুবিভাগ :

ক) ভূমিকা : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৮ টি অনুবিভাগের মধ্যে পরিকল্পনা অনুবিভাগ একটি। পরিকল্পনা অনুবিভাগ সরকারের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে থাকে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ২ টি সেক্টর কর্মসূচি যথা এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) এবং এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) এর লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং স্বাস্থ্যনীতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ এইচপিএনএসডিপি শীর্ষক ৩য় সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টির (এইচপিএন) বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকার সরকারের নিজস্ব অর্থায়নসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" ৩য় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশুও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, আরও কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমুহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া তিন স্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হবে এবং এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে উর্বরতার হার (TFR) replacement level এ নেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়া গরীব রোগীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। এইচপিএনএসডিপি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবীক্ষণ এবং এডিপি, সংশোধিত এডিপি এবং এমটিবিএফ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করে থাকে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন অনুযায়ী সেক্টর সমন্বয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সংগে সমন্বয় পরিকল্পনা এই উইং এর দায়িত্ব। উল্লেখ্য ৩য় সেক্টর কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক, ডিএফআইডি, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিস সিডা, জাইকা, ইউএসএইড-সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নের নিমিত্ত পরিচালিত প্রি-এ্যাপ্রেইজাল, এ্যাপ্রেইজাল এবং এইড নেগোসিয়েশন-সহ এতদসংক্রান্ত বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এইচপিএনএসডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপের সাচিবিক কাজ পরিকল্পনা উইং হতে সম্পাদন করা হয়। সেক্টর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে এ্যানুয়েল প্রোগ্রাম রিভিউ (এপিআর) এর কার্যক্রমও পরিকল্পনা উইং হতে পরিচালনা করা হয়।

এইচপিএনএসডিপি - এর আওতাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়নখাতে নিম্ন বর্নিত সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)'র আওতাধীন ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যান, ১৯ টি চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি জেডিসিএফ প্রকল্প এবং ৩টি চলতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ২৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর :

১. মেটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ্‌ কেয়ার
২. এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী
৩. কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল
৪. টিবি এন্ড লেপ্রোসি কন্ট্রোল
৫. হেলথ্‌ এডুকেশন এন্ড প্রোমোশন
৬. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
৭. কমিউনিটি বেসড হেলথ্‌ কেয়ার
৮. অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার
৯. নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল

১০. ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
১১. প্রি সার্ভিস এডুকেশন
১২. ইন সার্ভিস ট্রেনিং
১৩. প্রকিউরমেন্ট,লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
১৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
১৫. এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ
১৬. ন্যাশনাল আই কেয়ার
১৭. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর :

১৮. ক্লিনিক্যাল কণ্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী
১৯. ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
২০. মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্
২১. ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন
২২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)
২৩. প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
২৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফ ফ্যামিলি প্লানিং

মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য :

২৫. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট
২৬. সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং
২৭. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
২৮. ইম্প্রুভড ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট
২৯. স্ট্রেংদেনিং অফ ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট
৩০. ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
৩১. হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইনেন্সিং
৩২. নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস

বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহঃ

১. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন (১ম পর্যায় : ২৫০ শয্যা)
২. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরন (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যা) প্রকল্প।
৩. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন
৪. সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন
৫. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন
৬. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি(ফার্স্ট ফেইজ) ইন ঢাকা
৭. ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন

৮. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণত করণ (২য় পর্যায়)
১০. এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু(চিলড্রেন) হাসপাতাল প্রকল্প
১১. গোপালগঞ্জে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ৩য় শাখা স্থাপন
১২. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন
১৩. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার
১৪. এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ কে খান হেলথ্ কেয়ার সেন্টার অব এক্সিলেন্স
১৫. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৬. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন
১৮. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এন্ড ট্রেনিং এট বিএসএমএমইউ
১৯. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ

১. সার্ভিলেন্স এন্ড রেসপনস্ টু এভিয়ান এন্ড প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ
২. ইম্প্রুভড ফুড সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড ফুড কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ
৩. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ

জেডিসিএফ প্রকল্পঃ

১. এক্সপানশান অফ কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন।

খ) কর্মপরিধি:

1. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী
2. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা(পিআইপি) দলিল প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী
3. বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি
4. দীর্ঘ মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম
5. মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

6. ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়
7. প্রকল্প/কর্মসূচি দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ
8. বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ
9. পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্টমন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান
10. প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ
11. এনইসি এর একনেক সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী
12. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে এইচপিএনএসডিপি'র এপিআর সংক্রান্ত কার্যাবলী
13. প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলী
14. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলী

গ) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল :

অনুবিভাগ/ অধিশাখা/শাখা	কর্মকর্তা	সংখ্যা
পরিকল্পনা অনুবিভাগ	যুগ্ম- প্রধান	১ জন
স্বাস্থ্য অধিশাখা	উপ-প্রধান	১ জন
পরিবার কল্যাণ অধিশাখা	উপ-প্রধান	১ জন
স্বাস্থ্য শাখা ১-৮	সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	৮ জন
পরিবার কল্যাণ শাখা ১-৮	সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	৮ জন

ঘ) ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (উন্নয়ন) ও ব্যয় :

অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়
২০১০-২০১১	২৭৩৫.৫২ কোটি টাকা	২৫৪০.১৮কোটি টাকা
২০১১-২০১২	৩০৩৫.৫৫ কোটি টাকা	২৬৬১.৬৩ কোটি টাকা

ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত এমডিজি ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং এইচপিএনএসডিপি'র বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) - কে পূর্নাংগ রূপে কার্যকর করা। এডিপিভূক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উদ্ভাবিত সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অন-লাইন তথ্য সংগ্রহ ও তা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে এডিপির অগ্রগতি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। MTBF - এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ও স্বাস্থ্য খাতে প্রস্তাবিত নতুন

প্রকল্পের ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা। এইচপিএনএসডিপির কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য Annual Program Review (APR) সম্পন্ন করা এবং APR - এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্টাডি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করা। ২০১২-১৩ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যান ও প্রকল্প সমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অননুমোদিত নতুন প্রকল্প সমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা। মন্ত্রণালয় ও লাইন- ডাইরেক্টরদের চাহিদা মোতাবেক TA Pool থেকে কারিগরি সহায়তার যোগান দেয়া । এছাড়া বিভিন্ন পলিসি (যেমন ট্রেনিং পলিসি, ফুড সেফটি ও কোয়ালিটি পলিসি ইত্যাদি) এবং স্ট্রাটেজি সম্পন্ন করা।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকার চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (HEU) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন Economic analysis ইত্যাদির জন্য এ ইউনিট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষিতে FPHP এর অধীনে জুন ১৯৯৮ এ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPSP) (১৯৯৮-২০০৩) ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) (২০০৩-২০১১) তে অন্তর্ভুক্ত করে সেক্টর কর্মসূচির অধীনে অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে জুন ২০১১ পর্যন্ত HEU এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-এর কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায়কল্পে জুলাই ২০১১ খ্রি: হতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী রাজস্ব set-up এর আওতায় আনয়নপূর্বক অর্গানোগ্রামভুক্তকরণের কাজ চলছে। এ দিকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (GNSP) ইউনিট এর কার্যক্রমও সেক্টর কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে।

কর্মপরিধি

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

১। নীতি নির্ধারণী ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পলিসি এ্যাডভাইস;

২। স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৩। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রস্তাব/প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন Economic analysis ও গবেষণা কাযর্ক্রম পরিচালনা;

৪। এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন স্টাডি/গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ডেসিমিনেট করা।

কার্যবন্টন

১। স্বাস্থ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প স্বাস্থ্য সেবার অর্থায়ন ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রমাণভিত্তিক গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান;

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৩। মন্ত্রণালয়ের নীতি বিষয়ক গবেষণার বিষয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৪। গবেষণার সুপারিশসমূহ বাস্তবসম্মত কৌশল/ কর্মপরিকল্পনায় রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৫। ইউনিটের অপারেশনাল প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৬। ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি/বিদেশি পরামর্শক ও কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ;

৭। তাঁদের কাজের তদারকি/সমন্বয়/মূল্যায়নসহ ইউনিটের প্রশাসনিক কার্যাবলী;

৮। HPN সেক্টরে দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৯। Millennium Development Goals (MDGs) সংক্রান্ত কর্মকান্ড;

১০। ইউনিটের জন্য নির্ধারিত কাজ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পন্ন নিশ্চিতকরণ;

১১। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজে সচিবকে সহযোগিতা প্রদান এবং

১২। ইউনিটের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা/ সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ কার্য পুন:বন্টন।

কর্মসম্পাদন

২০১০-১১ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ড:

স্বাস্থ্য বীমা (Health Insurance) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০১-০৮-২০১০ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণের কাজ এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Health Insurance Piloting বিষয়ে গত ০৪.০৫.২০১১ তারিখে সিনিয়র পলিসি মেকার্স, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি Presentation অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা ও মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও ২জন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ সরকারি বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধিসহ ১৫ সদস্যের ১টি টিম ভারত ও থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ভারত ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি পরিদর্শন করেছেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে Policy Brief প্রণয়ন করা হয়েছে।

- (1) Incentives to Improve Retention and Performance of Bangladesh Public Sector Doctors and Nurses in Bangladesh. (2) Costing of Maternal Health Services in Bangladesh. (3) Economic Evaluation of Demand-side Financing (DSF) Program for Maternal Health Services in Bangladesh.
- Bangladesh National Health Accounts-III (BNHA-III)– শীর্ষক সমীক্ষার ফলাফলের উপর ১৯/০৮/২০১০ তারিখে ০১টি ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দুই খন্ডে BNHA-III রিপোর্ট প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- NHA Institutionalization এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- Public Expenditure Review (PER) 2007-08 I 2008-09 শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রথম বারের মত অত্র ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।
- Gender Sensitization বিষয়ক ০২টি আঞ্চলিক ও ০১ টি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- GNSP News Letter এর ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

- ❖ স্বাস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কিত এবং জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ০৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ❖ Handling Victims of Violence Against Women শীর্ষক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১১-১২ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ড:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (Shasta Suroksha Karmasuchi (SSK)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও জনগণের প্রত্যাশা এখনো সার্বিক অর্থে পূরণ হয়নি। এর অন্যতম কারণ হিসাবে 'অর্থায়নের' সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৬), স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP: ২০১১-১৬), রূপকল্প ২০২১ এবং হেলথ কেয়ার ফিন্যান্সিং ষ্ট্রাটেজি (প্রাথমিক খসড়া) সহ প্রতিটি ডকুমেন্টে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা লাঘবের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ণিত ডকুমেন্ট সমূহের প্রযোজ্য অংশসমূহকে মূল সঞ্চালক নীতি হিসাবে বিবেচনা করে ইতোমধ্যে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' নামে একটি পাইলট প্রকল্পের ধারণাপত্র (Concept Paper) প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য দরিদ্র নির্বাচন ও নিবন্ধন, হেলথ্ কার্ড বিতরণ এবং স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, নগদ অর্থ ব্যতীত চিকিৎসা সেবা প্রদান, চিকিৎসা সেবায় সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে মেডিকেল রেকর্ড সংরক্ষণ, স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদারকরণ, সেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রচলন, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অর্জিত প্রণোদনার স্থানীয় ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য সেবায় Public Private Partnership (PPP)-কে উৎসাহিতকরণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নারী ও শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন এ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পাইলটিং এর প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে অন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম অন্যান্য উপজেলায়ও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে পাইলট কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে একাধিক গবেষণা কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে। উল্লিখিত গবেষণা কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে পাইলট প্রকল্পটি আগামী অর্থবৎসর (২০১২-১৩) হতে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Hands-on Training on Advanced Excel and Basic Access, Short Local Training on Resource Allocation Mechanism, Orientation on Economic Evaluation of HNP Sector, Hands-on Training on Basic Statistical Package for Social sciences, Hands-on Training on Advance SPSS, Advance Hands-on Training on Public Expenditure Review(PER), Public Private Partnership on HNP Sector ও NGO Participation in HPNSDP *শীর্ষক ০৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।*

কমর্শালা

- Public Expenditure Review(PER) 2007/08 ও 2008/09 *এর ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।*
- *ঢাকায় গত ০২-০৪ অক্টোবর ২০১১ খ্রি. তারিখে* Health Care Financing Strategy *শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন ও উক্ত* Strategy *প্রণয়নের রোডম্যাপ তৈরী করা হয়।*
- Draft Health Care Financing Strategy *এর উপর ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগে ২টি* Regional Consultation Workshop *অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ মে, ৩১ মে ও ৭ জুন ২০১২ তারিখে সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অপর ৩টি* Regional Consultation Workshop *অনুষ্ঠিত হয়েছে।*
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় চলমান গবেষণাসমূহের ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ ২০ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- National Consultation workshop on Health Care financing strategy ২৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গবেষণা

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) **পরীক্ষামূলকভাবে চালুর নিমিত্ত চলমান স্টাডিসমূহ**

- Institutional Options for National Health Security Office (NHSO)
- Analyze Local Health Care Management Committees for Decentralized Oversight, Monitoring & Evaluation at all Levels in Pilot Areas for the Present and Proposed Health Care System
- Assess the Existing Capacity of Human and Other Resources for Health Service Delivery at All Levels of Pilot Areas
- Conduct a Costing of the Proposed SSK Benefit Package (SBP)
- Recommendations for Preparing Clinical & Therapeutic Guidelines and Protocols for All Levels of Service Delivery
- Analysis of The Legal Framework for Health Financing and The Legal Base for The Proposed Pilots
- Conduct A Socio-Economic Assessment to Identify The Poor in Pilot Areas and Baseline Studies on Willingness to Pay, Health Seeking Behaviour, Health Expenses (OOP) and Patients Satisfactions
- Development of Information Technology to Support SSK Pilot Implementation and Conduct a Needs Assessment for Future Systems Development to Meet the Requirements of the Eventual National Health Insurance Programme.

বাজেট বরাদ্দ:

(*অংকসমূহ লক্ষ টাকায়*)

ক্রমিক নম্বর	ব্যয়ের খাত	২০১০-১১ অর্থ সালের বরাদ্দ	২০১১-১২ অর্থ সালের বরাদ্দ	২০১০-১১ অর্থ সালের ব্যয়	২০১১-১২ অর্থ সালের ব্যয়	মন্তব্য
১।	কর্মকর্তার বেতন	২৪.২৩	৮.০০	২৩.৬৭	৫.৭১	
২।	কর্মচারীদের বেতন	২০.৫০	১০.০০	২১.০০	৪.৫৩	
৩।	ভাতাদি	৩৩.৬৪	১৯.৪৫	৩৩.৬১	৭.৭২	
৪।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩৮.৫৮	৩৬.০০	৭.৭৭	০.০০	
৫।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১৩.৮৮	১৫.৫০	১৩.৪৩	৫.০২	
৬।	বৈদেশিক ও স্থানীয় পরামর্শক সেবা	৪৪১.২৫	৪২০.০০	৪৪৮.৯৮	৩৪৮.২৬	
৭।	হেলথ্ ফাইন্যান্সিং পাইলটিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮।	পাইলট ইজিভি ইস্যুজ	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	
৯।	বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপ/ ওয়ার্কিং গ্রুপ/ কমিটির সভা	০.০০	১.০০			
১০।	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	০.৫০	২.৪০	০.৫০	০.০০	
১১।	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	১.২০	৩.৫০	১.২০	০.০০	
১২।	ফার্ণিচার এন্ড ফিক্সার	০.৩০	৩.০০	০.৩০	০.০০	
১৩।	গাড়ী ক্রয়	২০.০০	৫৫.০০	১৮.৯৩	২৬.০০	
১৪।	গবেষণা	২১৩.৭৭	১৮৫.০০	৪৭.৩৩	১৭.৭১	
১৫।	ডেসিমিনেশন	৩৫.৯৭	১০.০০	১৮.৯০	৭.৩৬	
১৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৪০	৩.০০	১.৬২	০.৮৪	
১৭।	রিকারেন্ট/দৈনন্দিন অফিস রানিং খরচ	১১.৭৮	২২.১৫	১১.৬২	৯.৭৬	
১৮।	সিডি/ ভ্যাট	৭৫.০০	৩১.০০	৭৫.০০	৩১.০০	
	মোট=	**৯৩২.০০**	**৮৩০.০০**	**৭২৩.৮৬**	**৪৬৩.৯১**	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- Public Expenditure Review(PER) 2009-10 ও 2010-11 *সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে।*
- Bangladesh National Health Accounts IV (BNHA-IV) *সম্পাদন করা হবে।*
- National Consultation Workshop *এর মাধ্যমে* Health Care Financing Strategy *চূড়ান্ত করা ।*
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি পাইলট আকারে প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলার তিনটি উপজেলায় (রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; দেবহাটা, সাতক্ষীরা ও টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ) চালু করা হবে।

রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ
(কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রকল্পের মেয়াদঃ ১ জুলাই ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১৪ ইং পর্যন্ত

প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ঃ ২,৬৭,৭৪৮ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ২,১৭,৭৪৮ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য- ৫,০০০ লক্ষ টাকা)

বাস্তবায়নকারীঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উদ্দেশ্য

১। গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

২। ১৮,০০০ (নির্মিত/নির্মিতব্য ১৩,৫০০ + ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান ৪,৫০০ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনা) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পুনরুজ্জীবিতকরণ।

ভূমিকা

দেশের জনগণকে একটি মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম / ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটন ও পৌর এলাকা ব্যতীত কমবেশী ৬,০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য একটি করে সারা দেশে সর্বমোট প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৩,৫০০ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান ৪,৫০০ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি ক্লিনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারি করে। উক্ত নীতিমালায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্তকরণের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকার এককালীন অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে এবং ক্লিনিকের যথাযথ পরিচালনা ও সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ঔষধপত্র ও আসবাবপত্রের সরবরাহ / প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করবে। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি স্থান নির্বাচন, সরকারের অনুকূলে প্রয়োজনীয় জমিদান, নির্মাণ কাজ তদারকি, দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করবে। সরকারি পদ্ধতির আওতায় তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি তাদের এলাকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত 'কমিউনিটি গ্রুপের' মাধ্যমে ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে। এটি সরকার ও জনগণের যৌথ অংশগ্রহণে বাস্তবায়নাধীন একটি কার্যক্রম।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮-২০০১ সালে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করা হয় যার মধ্যে প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ৯৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নদীভাংগন ও অন্যান্য কারণে বিলীন বা ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ২০০৯ ইং সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ৯ম একনেক সভায় ''রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ'' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক পাঁচ বৎসর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিদ্যমান ১০,৬২৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত পূর্বক চালু করা। ২,৮৭৬ (বিলুপ্ত ৯৯ টি সহ) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান ৪,৫০০ স্বাস্থ্য স্থাপনায় কমিউনিটি ক্লিনিক ইউনিট স্থাপনসহ ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর নিয়োগ প্রদান করা। ইতিমধ্যে ১৩,২৪০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ দান করা হয়েছে এবং ২৬০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিয়োগপ্রাপ্ত সিএইচসিপিদের মধ্যে প্রথম ব্যাচে ৯,১৭৫ জনের ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রায় শেষের পথে। অবশিষ্ট সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ দ্রুত সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

জনবল নিয়োগঃ

- প্রকল্প অফিসের ৪৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ৩ জন পরামর্শক ইতোমধ্যে নিয়োগ পেয়েছেন এবং কর্মরত আছেন।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানকারী ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের মধ্যে ১৩,২৪০ জন নিয়োগ পেয়েছেন এবং বাকীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন।

জানুয়ারী ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ (১ বৎসর) কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত ও রেফারকৃত রোগীর প্রতিবেদনঃ

বিভাগ	চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	রেফারকৃত রোগীর সংখ্যা	শতকরা রেফারকৃত রোগী
ঢাকা	৭৩,২৮,৭৯৪	৯৯,৮৭২	১.৩৬
চট্রগ্রাম	৬৯,১৮,৩৯২	৯৯,৪৫৬	১.৪৪
রাজশাহী	৫১,১৫,৪৯২	৮৭,৬৭৫	১.৭১
খুলনা	৬৭,২৭,৪৭৮	৯৮,৯৮৯	১.৪৭
বরিশাল	৪২,২৪,৪৩১	৮৬,৬৫৪	২.০৫
সিলেট	৩৯,০৭,৮৩১	৯৮,৯৮৫	২.৫৩
রংপুর	৩০,৭৭,৩২৬	৯৮,৭৬৪	৩.২০
সর্বমোট	**৩,৭২,৯৯,৭৪৪**	**৬,৭১,৩৯৫**	**১.৭৯**

ঔষধঃ

- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯১০০.০০ লক্ষ টাকার ২৫ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২৮০০.০০ লক্ষ টাকার ২৯ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণঃ

- ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১,৮৯৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তম্মধ্যে ১,১৮০ টি নির্মিত হয়েছে, ৩৮২টি নির্মাণাধীন এবং ৩৩৪ টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন।
- বর্তমানে সারা দেশে ১১,৮১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাঃ

১. কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (কমিউনিটি গ্রুপ) সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩৯টি জেলা টিওটি সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,০৫০টি কমিউনিটি গ্রুপের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. ৪২৪টি উপজেলায় সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ চলছে। এ পর্বে ৯,১৭৫ জন সিএইচসিপি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় সেবাসমূহঃ

১. মহিলাদের প্রসব-পূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর (ডেলিভারী পরবর্তী ৪২ দিন) অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোন জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব জরুরি প্রসূতি সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করা

২. সদ্য প্রসূতি মা (৬ সপ্তাহের মধ্যে) এবং শিশুদের (বিশেষতঃ মারাত্মক পুষ্টিহীন, দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া এবং হামে আক্রান্ত) ভিটামিন-এ ক্যাপসুল প্রদান

৩. মহিলা ও কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান, কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান

৪. ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী শিশুদের প্রতিষেধক (যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েন্জি-বি) এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকাদান, ১৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের মধ্যে সন্দেহজনক এএফপি (১৫ বৎসরের নিচে শিশুর হাত পা বা যেকোন অংগ হঠাৎ অবশ বা দুর্বল হওয়া) শনাক্ত করে রেফার করা

৫. এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ৬ মাস পর পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা প্রদান

৬. আয়োডিনের স্বল্পতা, কৃমি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (ARI), যক্ষ্মা (DOTS সহ), কুষ্ঠ (MDT পর্যানুসরণ), ম্যালেরিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া, ত্বকের ছত্রাক ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান/রেফার কিংবা উচ্চতর হাসপাতাল/ক্লিনিকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে ঔষধ প্রদান/অনুসরণ

৭. ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদেরকে খাওয়ার স্যালাইন ও জিংক বড়ি (শিশুদের ক্ষেত্রে) এর সাহায্যে চিকিৎসা করা; প্রয়োজনে রেফার করা এবং খাওয়ার স্যালাইন প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান

৮. সদ্য বিবাহিতা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধীকরণ, সম্ভাব্য প্রসব-তারিখ সংরক্ষণ এবং প্রসবের তারিখ সমাগত হলে যোগাযোগ করা

৯. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ

১০. কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান

১১. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান

১২. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UHFWC) কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে আগ্রহী মহিলাদের আই.ইউ.ডি. (IUD) স্থাপন, প্রথম ডোজ গর্ভ নিরোধক ইনজেকশন প্রদান এবং জন্মনিরোধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান

১৩. একইভাবে চিকিৎসা সহকারী (MA)/ উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিকিৎসা প্রদান

১৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) এবং স্বাস্থ্য সহকারী (HA) কর্তৃক নির্ধারিত বিধি বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় ও পরবর্তী ডোজ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদান

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল রোগীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা

১৬. শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক, শ্রবন, অটিজম, দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের দ্রুত শনাক্ত করে কাউন্সেলিং ও রেফারেলের ব্যবস্থা করা

১৭. সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা , পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া, হাঁপানী, চর্মরোগ এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে প্রেরণ

১৮. ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (পরিবেশ স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি পান ও পয়ঃনিষ্কাশন), সুষম খাদ্যাভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, শালদুধসহ বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও এর বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ধূমপান, তামাক, জর্দ্দা, সাদাপাতা, গুল বা অন্য কোন নেশা/মাদক জাতীয় সামগ্রী বিপনন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা। একই সাথে গর্ভকালীন ৫টি বিপদচিহ্ন, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় যত্ন, নবজাতকের ৬টি বিপদ চিহ্ন এবং প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা

১৯. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কনডম, খাবার বড়ি ইত্যাদির সার্বক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ

২০. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী যারা কোন কারণে বর্তমানে খাবার বড়ি / কনডম ব্যবহার করছেন না কিংবা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসাধীন রোগী, যারা ঔষধ সেবনের জন্য আসছেন না বা প্রথম / দ্বিতীয় ডোজ টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় / তৃতীয় ডোজ টিকা নিতে ক্লিনিকে আসছেন না অথবা গর্ভবতী মহিলা যারা প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করে পুনরায় চিকিৎসা / সেবা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা

২১. কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হবার পরও প্রয়োজনে বাড়ীতে গিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান করা

২২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাদি থাকা সাপেক্ষে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করা

২৩. পারিবারিক পর্যায়ে শয্যাশায়ী রোগীদের যারা সেবা দেয় তাদের প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করে ব্যায়াম ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. চালুকৃত ১১,৮১৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান অব্যাহত রাখা এবং যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা। চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করে সমস্ত ক্লিনিকেই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করা।
২. চালুকৃত সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের ঔষধ সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা।
৩. বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে এমন ১১,৮১৬ টি কমিউনিটি গ্রুপের (সিজি) দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের কাজ যথাযথভাবে শেষ করা। প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপ ১১-১৩ সদস্য বিশিষ্ট হওয়াতে এর মাধ্যমে প্রায় ১,৫৩,৬০৮ জনগণ প্রশিক্ষত হবে।
৪. প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রস্তাবিত ৩টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি) থাকায়, বর্তমানে চালুকৃত ক্লিনিকের সিএসজি'র সংখ্যা ৩৫,৪৪৮টি; প্রতিটি সাপোর্ট গ্রুপ ১৩-১৫ সদস্য বিশিষ্ট হওয়ায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫,৩১,৭২০; এদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সকল সদস্যকে ১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৫. বেশ কিছু কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণ প্রসবের ব্যবস্থা করা এবং যথাযথভাবে পরিচালনা করা।
৬. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর একটি কার্যকরী রেফারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা এবং তাদের সম্পৃক্ত করা।
৮. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান ৪,৫০০ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন।
৯. কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় জোরদার করা।
১০. এমআইএস আধুনিকীকরণ করা।
১১. সুপারভিশন ও মনিটরিং জোরদার করা।
১২. ই-হেলথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।
১৩. কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা উন্নয়নে অপারেশনাল রিসার্চ অনুষ্ঠান করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	মন্তব্য
প্রকল্প পরিচালক	১	১	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক	২	২	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
উপ-প্রকল্প পরিচালক	৬	৬	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, (স্বাস্থ্য) অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত
পরামর্শক	৩	৩	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
কমিউনিকেশন অফিসার	১	১	মন্ত্রণালয়ের ১ জন ওএসডি কর্মকর্তা সংযুক্ত হিসেবে আছেন
প্রোগ্রামার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	এজিবি হতে প্রেষণে কর্মরত
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৮	৮	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
হিসাব রক্ষক	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ক্যাশিয়ার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ষ্টোর কীপার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ড্রাইভার	১১	৬	৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, বাকী ৫ টি প্রক্রিয়াধীন।
এমএলএসএস	৬	৬	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
সিএইচসিপি	১৩৫০০	১৩২৪০	২৬০ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

বাজেট প্রতিবেদনঃ

অর্থ বছর	সরকারি বরাদ্দ (লক্ষ)	খরচ (লক্ষ)	ব্যালান্স (লক্ষ)	খরচের হার %
২০১০-১১	২১,০০০.০০	২০,৩২৬.৩১	৬৭৩.৬৯	৯৭%
২০১১-১২	৩৫,০০৫.০০	৩৩,৮২৮.১৯	১,১৭৬.৮১	৯৬.৫৬%

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে এই কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে পাঁচ বছরের জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) এবং এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) এর লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং স্বাস্থ্যনীতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উপ-খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যু হার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিগত দুই দশক যাবৎ সরকার সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। যার ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এমডিজি-৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক 'সাউথ- সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী ও শিশু বিষয়ক 'সাউথ-সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি সম্মাননা গ্রহণ করেন । বিগত ২ টি সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য সূচকসমূহের উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন সাধিত হয়। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণিঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০১	২০০৪	২০০৭	২০১১
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	২০.৬	২০.৬	১৯.২
	শহর	১৩.৬	১৭.৫	১৭.৪	২০.১
	পল্লী	২০.৭	২০.৭	২২.১	১৭.১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৬
	শহর	৩.৪	৪.৪	৫.২	৫.৯
	পল্লী	৫.২	৬	৬.৬	৪.৯
বিবাহের গড় বয়স (বছরে)	পুরুষ	২৫.৮	২৩.৪	২৩.৪	২৩.৯
	মহিলা	২০.৪	১৮.১	১৮.৪	১৮.৭
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৪২১৮	৩১৩৭	২৯৯১	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৭.৭
	শহর	৬৬.৪	৬৮	৬৮.১	৬৮.৩
	পল্লী	৬৩.২	৬৪.৬	৬৬	৬৬.২
শিশু মৃত্যু হার (<১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৬৬	৬৫	৫২	৪৩
	শহর	৭৪	৭২	৫০	৪২
	পল্লী	৮১	৭২	৫৯	৪৩
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৯৪	৮৮	৬৫	৫৩
	শহর	৯৭	৯২	৬৩	-
	পল্লী	১১৩	৯৮	৭৭	-
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)		৩.২	৩.৭	৩.৫	১.৯৪
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৮	৫৮.১	৫৫.৮	৬১.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.৩	৩.০	২.৭	২.৩

উৎসঃ BDHS, 2011, স্বাপকম।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি খাতের অর্জনঃ

- মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে।
- টিকাদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং প্রজনন হার কমেছে।
- ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার বেড়েছে।
- জনগণের গড় আয়ু বেড়েছে।
- যক্ষ্মা রোগ চিহ্নিত করা ও নিরাময় হার বেড়েছে এবং এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রাও ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে।
- পোলিও ও কুষ্ঠ রোগ কার্যত নির্মূল হয়েছে।
- অপুষ্টির হার কমেছে।
- এইচআইভি সংক্রমনের হার নিম্ন মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সারাদেশ ব্যাপী উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো তৈরি ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

মূল প্রতিবন্ধকতা

- দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার কম।
- নবজাতকের মৃত্যু হার ও সার্বিকভাবে অপুষ্টির হার বেশী থাকা।
- নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ও পুরানো রোগ নতুন করে বিস্তার লাভ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব।
- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ অন্যান্য অসংক্রামক ব্যাধির হার বৃদ্ধি।
- বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা সেবার স্বল্পতা, পরিবার পরিকল্পনা ছেড়ে দেওয়ার উচ্চহার এবং অপূরনকৃত চাহিদা।
- নগর ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের দুর্বলতা।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত না থাকা।
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।
- স্বাস্থ্য তথ্য কার্যক্রম জোরদার এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু না থাকা।
- মান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি, মেডিকেল অডিট এবং স্বাস্থ্য খাতের এক্রিডিটেশন ব্যবস্থা এবংকাঠামোর দুর্বলতা।
- সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহ দরিদ্র জনগণ কর্তৃক কম ব্যবহার করা।

এইচপিএনএসডিপি'র কর্মকৌশল

- মা, নবজাতক ও শিশুর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সম্প্রসারণ করা।
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সেবা সমূহ বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার কমানো।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক সেবা জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য খাতের সকল ক্ষেত্রে জনবল ও সহায়ক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।
- স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।
- ঔষধ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং মান সম্মত ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং এনজিওদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিসমূহের পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সাধন।

এইচপিএনএসডিপি'র উল্লেখযোগ্য নতুন দিক

- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে একটি নতুন অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- শহরের বস্তি, দুর্গম ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিম্ন হার সম্পন্ন এলাকাসমূহে মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা।
- ধাত্রী সেবা প্রদান ও ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।
- যেসব এলাকায় মাতৃমৃত্যু হার বেশী এবং ভৌগলিক ও সামাজিক কারণে সুবিধা বঞ্চিত জনগণ বেশী সেসব এলাকায় সেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মধ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষিত জনবল, দক্ষতা, সুযোগ সুবিধাদির আদান প্রদান।
- মাতৃ স্বাস্থ্য জনিত জটিলতা হ্রাসে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক সেবা প্রদান।
- বাড়ী বাড়ী সেবা প্রদান, উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগী প্রেরণসহ সার্বিক ভাবে অসুস্থ নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (unmet need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা (ই-হেলথ্) চালু করা।

কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহ

- গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'র স্বাস্থ্য সেবা, স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা, নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা।
- শিশুদের ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, নিউমোনিয়া, হাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা।
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকাদান কার্যক্রম আরও জোরদার করা।

- কিশোর-কিশোরী এবং সক্ষম দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান।
- মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ জনিত সেবা প্রদান।
- ডায়রিয়ার জন্য ওরাল স্যালাইন, আয়রন ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ।
- বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ ও নিরাপদ ঔষধ সেবন নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম।
- যক্ষ্মা, গর্ভকালীন বিপদজনক অবস্থা, মারাত্নক ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স সহ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি চিহ্নিত করণ।
- হাসপাতাল ভিত্তিক সার্বক্ষণিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবা/প্রসূতি সেবা প্রদান।
- জেলা হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা প্রদান।
- সকল ধরণের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা।
- যক্ষ্মা রোগীর কফ পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে যক্ষ্মা/কুষ্ঠ রোগের ঔষধ বিতরণ।
- পুষ্টি জ্ঞান প্রদান ও সম্পূরক অনুখাদ্য প্রাণ বিতরণ।
- অপুষ্টি জনিত রোগ চিহ্নিত করা, মারাত্নক অপুষ্টি জনিত রোগীর চিকিৎসা ও উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণ করা।
- রক্ত পরীক্ষা ও নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন।
- মেডিসিন, শল্য চিকিৎসা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, হাড়ের রোগ, চক্ষু ও নাক কান গলা ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদান।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
- জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ।
- পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবিকা, প্রশিক্ষিত ধাত্রী, প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী তৈরি করা।
- সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

এইচপিএনএসডিপি'র প্রাক্কলিত বরাদ্দ

- মোট প্রাক্কলিত ব্যয় = টাকা ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি ($ ৭.৭ বিলিয়ন)
- রাজস্ব বরাদ্দ = টাকা ৩৪,৮১৬.৮৮ কোটি ($ ৪.৭ বিলিয়ন)
- উন্নয়ন বরাদ্দ = টাকা ২২,১৭৬.৬৬ কোটি ($ ৩.০ বিলিয়ন)
- বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন = টাকা ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি ($ ৫.৯ বিলিয়ন)
- উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়ন = টাকা ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি ($ ১.৮৩ বিলিয়ন)

বিশ্বব্যাংক ও জাইকা এই কর্মসূচিতে ঋণ এবং অনুদান প্রদান করছে। অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী (DFID, SIDA, USAID, CIDA, EC, AusAID, Kfw, WHO, UNICEF, UNFPA, GIZ, UNAIDS, GFTAM, GAVI) সংস্থাসমূহ শুধু অনুদান প্রদান করছে। এই কর্মসূচির আওতায় মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৬১.২৯ ভাগ উন্নয়ন সহযোগীরা প্রদান করবে।

২০১৬ সালের ভিতরে আমরা যা অর্জন করতে চাই

- শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪৩ থেকে ৩১ এ হ্রাস করা।
- ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫৩ থেকে ৪৮ এ হ্রাস করা।
- নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩২ থেকে ২১ এ হ্রাস করা।
- মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৯৪ থেকে ১৪৩ এ কমিয়ে আনা।
- দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার শতকরা ২৬ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ।
- প্রজনন হার (TFR) প্রতি সক্ষম মহিলাতে ২.৩ থেকে ২.০ এ হ্রাস করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার শতকরা ৬১.২ থেকে ৭২ এ উন্নীতকরণ।
- অনুর্ধ্ব-৫ বছর শিশুদের স্বল্প ওজনের হার শতকরা ৪১.০ থেকে ৩৩ এ হ্রাস করা।
- যক্ষ্মা. রোগী চিহ্নিত করণের হার শতকরা ৭২ থেকে ৭৫ এ উন্নীতকরণ।
- অনুর্ধ্ব-১ বছর বয়সী শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাদানের হার শতকরা ৭৮ থেকে ৯০ এ উন্নীত করা।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে অতিরিক্ত ৩০০০ ধাত্রী নিয়োগ।
- নার্সিং কলেজের সংখ্যা ৮ থেকে ১৬ তে উন্নীতকরণ।
- সেবিকার সংখ্যা ২৭,০০০ থেকে ৪০,০০০ এ বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষিত প্রসবকারীর সংখ্যা ৬,৫০০ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা।
- রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৩,০৬৩ থেকে ৭০,০০০ এ বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা ১০,৭২৩ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩,৮৬০ থেকে ৪,১১৪ এ বৃদ্ধি করা।
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ (আপগ্রেডেশন) ১,৪৪১ থেকে ২,২৪১ এ বৃদ্ধি করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে
মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ

(১) বর্তমান সরকারের কার্যপদ্ধতির সার্বিক কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা উক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা ভোগ করছেন। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা/তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেজের লিংকের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন লাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের ৩ বছরের সাফল্যের চিত্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য) ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।

(৩) এছাড়া ফিঙ্গার প্রিন্ট বেজড্ এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে ফলে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(৪) CCTV স্থাপনের ফলে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(৫) এ-টু-আই প্রোগ্রামের আওতায় ৯টি সফটওয়্যার সম্বলিত একটি প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হয়েছে। তন্মধ্যে এইচআর ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কম্পিউটার সেল মন্ত্রণালয়ের লেটার এন্ড ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম পুরোপুরিরুপে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশাসন-১ শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

(৬) অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রাথমকিভাবে ঢাকার সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে চালু করা হয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ করা হবে।

(৭) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি সংক্রান্ত একটি পে-রোল সফটওয়্যার চালু আছে। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ই-মেইল সার্ভার রয়েছে, যার মাধ্যমে সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তর ভিত্তিক ই-মেইল রয়েছে।

(৮) শৃংখলা (বিভাগীয় মামলা) সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে।

(৯) বৈদেশিক ভ্রমন (ফরেন টুর)সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে।

(১০) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।

(১১) চিকিৎসা শিক্ষা ছুটি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

আগামী দিনের কার্যক্রমঃ

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ মন্ত্রণালয়ের কাজকে গতিশীল ও সুচারু রূপে করতে হলে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। কম্পিউটার সেল আগামীতে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক বিষয়াদি HR Management & System এর অধীনে একক প্লাটফর্মে আনয়ন তথা ডিজিটালাইজ করার কার্যক্রম চলছে। এছাড়া চিকিৎসা শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।